NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

গ্যাসের পর
এবার যুদ্ধের
আঁচ পাওয়ার
পেট্রোলেও
পৃঃ ৩

কলকাতা ২১ মার্চ ২০২৬ ৬ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.03.2026, Vol.19, Issue No. 278, 8 Pages, Price 3.00

# বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

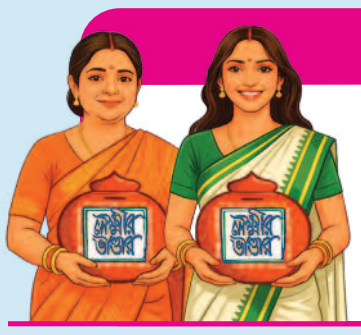

## লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

## সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার

প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত 'দুয়ারে চিকিৎসা' ক্যাম্প কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

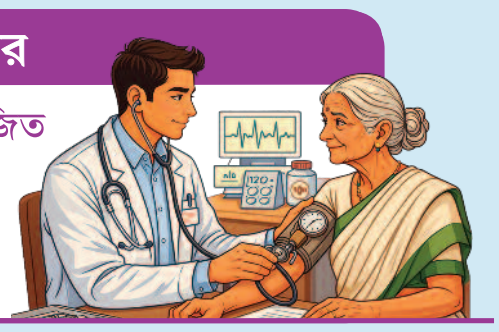

## যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের 'বাংলার যুব-সাথী' প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

## শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ

'বাংলার শিক্ষায়তন'-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

## বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট

## পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি

বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

## নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

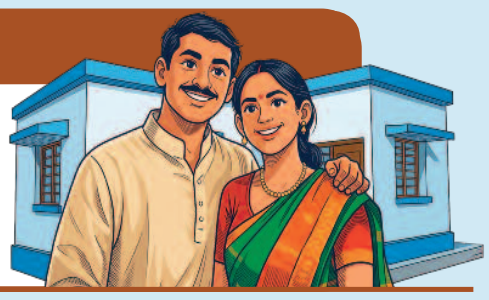

## প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ধীরে ধীরে এই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা

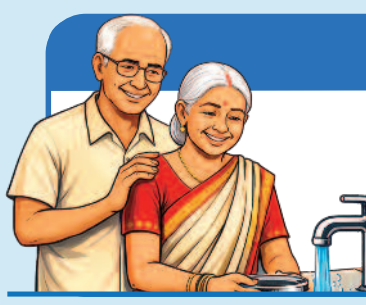

## ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল

বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

## প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়

৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

# জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

আমি অনিল কর্মকার, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ কর্মকার, গ্রাম ও পোঃ- খড়ার, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঘোষণা করছি যে, গত ইং ২৪/১১/২০২৫ তারিখের ঘাটাল আদালতের ACJM (1st Class) -এর নিকট ১০ নং Affidavit মূলে আমি অনিল প্রামানিক, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ প্রামানিক ও অনিল কর্মকার, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ কর্মকার নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। অনিল কর্মকার ও অনিল প্রামানিক এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

আমি Anindita Chowdhury W/o Amiya Kumar Chowdhury, Vill- Kolkata Arabinda Park, আমার কন্যার আসল নাম Anusska Biswas কিন্তু তাহার Birth Certificate এ আছে Anuska Biswas বার্থ সার্টিফিকেট নং 0090165 issue at Kolkata Municipality 18-10-2025 Barrackpore Court 1st Class Affidavit বলে Anusska Biswas ও Anuska Biswas একই বলে পরিচিত হল।

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**Tapan Barui** S/o. Late Manaranjan Barui, R/o. 2 No. Kapasdanga Colony, Lakshmi Narayan Pally, Chinsurah, Hooghly-712103, মহাশয়ের নামীয় **Subodh Chandra Manna** S/o. Late Bijoy Krishna Manna, R/o. Durgatala Tantipara, Chinsurah, Hooghly-712103, মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত A.D.S.R., সদর, হুগলী, অফিস হইতে ২৫/০৬/১৯৯৯ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-6286/1999 নং অরিজিনাল শুভ দানপত্র দলিলটি** এবং **২)Shampa Devi Hawladar** D/o. Satish Ch Halder, R/o. 2 No. Kapasdanga Colony, Chinsurah, Hooghly-712103, মহাশয়ার নামীয় Koushik Halder & Rajib Halder both S/o. Satish Ch Halder, R/o. 2 No. Kapasdanga Colony, Chinsurah, Hooghly-712103, মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত A.D.S.R., সদর, হুগলী, অফিস হইতে ২৩/০৪/২০১৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-1711/2015 নং অরিজিনাল শুভ দানপত্র দলিলটি,** একুনে অরিজিনাল শুভ দানপত্র দলিল দুইটি যাহা জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, কোদালিয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, কাপাসডাঙ্গা মৌজায়, ১০ নং জে.এল. ভুক্ত, ৭১২ নং তথা হাল 3952 নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩ নং দাগে বাগান হাল দোকান ঘর, ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিশিষ্ট, অরিজিনাল শুভ দানপত্র চেন দলিল দুইটি হারিয়ে গেছে, যাহা এখনো অমিল। এই মর্মে আমার মক্কেল **Manashi Debnath** W/o. Suman Das D/o. Samir Debnath, R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. মহাশয়া স্থানীয় চুঁচুড়া থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার জি.ডি.ই. নং ১০৭৮ তারিখ ১৬/০৩/২০২৬ এবং বিগত ইংরাজীর ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪০ নং এফিডেভিট বলে উক্ত বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, Manashi Debnath W/o. Suman Das D/o. Samir Debnath, মহাশয়া বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত শুভ দানপত্র দলিলগুলি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলগুলি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিল দুইটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

**Tapas Kumar Mondal**
**Advocate**
**Judges' Court Hooghly**

### নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ২৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Sarathi Das, S/o. Late Laxmi Kanta Das সাং গজঘন্টা, পালপাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৭, বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৯৩, ক্রমিক নাম্বার ৬০৫, হুগলী, Epic No. WB/27/ 187/ 273418) আমার পিতার সঠিক নাম Laxmi Kanta Das S/o. Surendra Nath Das-এর পরিবর্তে Prabir Kumar Das S/o. Gouranga Das লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Laxmi Kanta Das S/o. Surendra Nath Das ও Prabir Kumar Das S/o. Gouranga Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বিথীকা দেবনাথ, স্বামী- গৌরাঙ্গ দেবনাথ নেতাজী সুভাষ রোড, নবদ্বীপের বাসিন্দা। আমি পম্পা রায় চৌধুরী দিং এর আমমোক্তার (দলিল নং- 2168/2024, ADSR নবদ্বীপ) সৌম্য ব্যানার্জীর নিকট হইতে 3458/24 নং দলিল মূলে নবদ্বীপ ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০ নং নবদ্বীপ মৌজায় এল.আর- 13840 খতিয়ান ও এল আর 5754 দাগ হইতে 4.53 শতক জমি খরিদ করিয়া নবদ্বীপ বি.এল.আর.ও অফিসে নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় উল্লিখিত ব্যক্তির নামে নামপত্তন হইলে কোন আপত্তি কার্যকর হইবে না।

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০**




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২১শে মার্চ। ৬ই চৈত্র, শনি বার। মা বাসন্তী তৃতীয়া তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

**বৃষ রাশি :** আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

**কর্কট রাশি :** কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

**সিংহ রাশি :** আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

**তুলা রাশি :** অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

**ধনু রাশি :** ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

**মকর রাশি :** এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

**কুম্ভ রাশি :** টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

**মীন রাশি :** বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

**(শ্রী শ্রী গৌরী তৃতীয়া তিথি।**
**মা বাসন্তী দুর্গা অন্নপূর্ণা পুজো র তৃতীয়া তিথি।**
**মুসলিম ইদল ফেতর।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সবাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস সলিউশন,**
**অমিত কুমার দাস,** ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

# মুখ্যমন্ত্রীর প্যাডে চিঠি কেন? আচরণবিধি ইস্যুতে কমিশন ও মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও তপ্ত। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন; দু'পক্ষকেই একসঙ্গে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি।

শুভেন্দুর প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর প্যাডে চিঠি কেন? তাঁর অভিযোগ, মডেল কোড চালু হওয়ার পর কোনও রাজনৈতিক বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর প্যাডে লেখা যায় না। এটা সরাসরি অপব্যবহার। আরও তীব্র সুরে তিনি বলেন, নিজের দলের প্যাড তো আছে; সেটা ব্যবহার না করে মুখ্যমন্ত্রীর প্যাড কেন? এটা কি চেয়ারকে ব্যবহার করা নয়? কমিশনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর মন্তব্য, কমিশন কেন এই বিষয়ে নীরব? কেন সব সুবিধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হচ্ছে?

শাসকদলের প্রার্থী তালিকা নিয়েও কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বৈচিত্রময় তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা। সাড়ে তিন, তিন বছর, দু'বছর ধরে যাঁরা জেলে ছিল, তাঁদেরকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ধর্ষণে অভিযুক্তকে প্রার্থী করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর এমন বৈচিত্রময় প্রার্থী তালিকা অন্য কোনো দল দেয়নি।



একইসঙ্গে নিজের দলের পক্ষে দাবি করেন, বিজেপি ৫০ শতাংশ আসনে নিজেদের কর্মীদেরই প্রার্থী করেছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে ভুয়ো প্রচারের অভিযোগ তুলে বলেন, ২০১১ সালের আগে বলেছিলেন আমাকে এনে দেখুন ছয় মাসে শিল্প করে দেখাব, এসেই টাটাকে তাড়িয়েছিল। ২০১৬ তে চাকরির প্রতিশ্রুতি, ২০২১-এ ডবল ডবল চাকরি। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী ডবল ডবল চাকরি পেয়েছে। মমতার আত্মীয় জ্ঞাতি গুষ্টি ডবল ডবল চাকরি পেয়েছে।

চাকরি ইস্যুতেও সরব হয়ে তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের সময় ২৬ হাজার লোকের চাকরি গেছে, অনেকের বয়স পেরিয়ে চাকরি না পেয়ে বিয়ে করতে পারেনি। এর জন্য দায়ী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শেষে কটাক্ষ ছুড়ে বলেন, যাঁরা সারা বছর পড়াশোনা করে, তাঁদের পরীক্ষার আগে পড়তে হয় না; যাঁরা ফাঁকি দেয়, তাঁরাই টুকলি করে। এবার ভোট চুরি, ছাপ্পা হবে না, তাই তৃণমূল জিতবে না।

# অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** শুক্রবার দুপুরে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপীর স্বামী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মৃন্ময় কাশ্যপীও এদিন পদ্ম পতাকা তুলে নিলেন। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিলেন। হাজির ছিলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দু'জন কাউন্সিলর যেকোনও মুহূর্তে বিজেপিতে যোগ দেবেন। তাঁর কথায়, তৃণমূলে ভালো লোকদের স্থান নেই। গুন্ডা আর পুলিশ নিয়ে তৃণমূল দলটা চলছে। তাঁর দাবি, বাংলায় সিপিএম



যেমন শূন্য হয়ে গেছে। তেমনি আগামীদিনে তৃণমূলও শূন্য হয়ে যাবে। অপরদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে শ্রাবণী কাশ্যপী বলেন, যেমন জলে পদ্ম ফোটে। তেমনি এবার ডাঙায় পদ্ম ফুটবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলে যোগ্য সম্মান মেলেনি। ওই দলে থেকে ঠিকমতো কাজ করতে পারছিলাম না। তাই বিজেপিতে তিনি যোগ দিলেন। প্রসঙ্গত, নোয়াপাড়া কেন্দ্রে এবারে মঞ্জু বসুকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে শ্রাবণী বলেন, উনি খুব সৎ প্রকৃতির মানুষ। ওনাকে অপমান করা হয়েছে। তৃণমূল এটা ঠিক করেনি। তাঁর সাফ বক্তব্য, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলা দুর্নীতিমুক্ত হবে। পাশাপাশি বেকারত্ব দূর হবে।

# শর্ত মেনে রামনবমীর মিছিল, হাওড়ায় অনুমতি হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নির্বাচনের আবহে হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে জট কাটাল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ২৬ মার্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগের বছরের পথ ধরেই কাজিপাড়া থেকে মল্লিকফটক পর্যন্ত শোভাযাত্রা এগোবে, তবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা উত্তেজনা তৈরির কোনও সুযোগ রাখা যাবে না। মিছিলে অস্ত্র বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, পাশাপাশি উস্কানিমূলক স্লোগান বা উচ্চ শব্দের ব্যবহারেও কড়াকড়ি জারি করা হয়েছে। আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে সংগঠনের ১৫ জন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি, যাঁদের পরিচয় ও যোগাযোগ নম্বর আগে থেকেই পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে।

শোভাযাত্রার সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে; দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা। অংশগ্রহণকারীদের ছবি-সহ পরিচয়পত্র আগাম জমা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের কথাও বলা হয়েছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে বলেন, সংবিধান শোভাযাত্রার অধিকার দেয়, তবে ভোটের পরিস্থিতিতে কিছু নিয়ন্ত্রণ জরুরি। পরবর্তী শুনানি হবে ১ এপ্রিল।




মেট্রো রেলের 'বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার (ভিআরএসপি)-২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠান মেট্রো রেল ভবনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্র; উপস্থিত শীর্ষ আধিকারিক ও কর্মীরা।

# সত্য ধর্ম প্রচার সংঘের বার্ষিক উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী রবিবার ২২ মার্চ দক্ষিণেশ্বর তাঁতিপাড়া সীতারাম বৈদিক বিদ্যালয়ে সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম (পার্কের নাম) প্রচার সংঘের ৭০ তম বার্ষিক নাম যজ্ঞের উৎসব। এই উৎসব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।**

# ভোটে বাস-ট্যাক্সিতে টান, আগাম বৈঠকে সতর্ক পরিবহণ দপ্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটের মুখে শহরের চাকা যাতে থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই আগেভাগে ময়দানে নামল পরিবহণ দপ্তর। কসবার পরিবহণ ভবনে বৃহস্পতিবার ডাকা বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা; নির্বাচনের কাজে পর্যাপ্ত গাড়ি নিশ্চিত করতে হবে, তবে সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগও কম রাখতে হবে। শহর ও শহরতলির প্রায় ১৫টি বাস ও ট্যাক্সি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে হওয়া এই বৈঠকে প্রশাসন জানায়, ভোট পরিচালনার জন্য বিপুল সংখ্যক যানবাহন প্রয়োজন। সূত্রের দাবি, অন্তত ১৭০০ বাস ও প্রায় ১০০০ ছোট গাড়ি লাগতে পারে। নির্দিষ্ট সময় মেনে ২৭ মার্চ থেকেই এই গাড়িগুলিকে দায়িত্বে যোগ দিতে হবে।

তবে একতরফা নির্দেশে খুশি নন পরিবহণ মালিকদের একাংশ। অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির প্রতিনিধি রাহুল চট্টোপাধ্যায় সরাসরি বলেন, ভোটের কাজে গাড়ি দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু বর্তমান খরচের সঙ্গে পুরনো ভাড়ার হার মানানসই নয়। এতে মালিকদের ক্ষতি হবে। একই সঙ্গে চালক ও সহকারীদের পাওনা দ্রুত মেটানোর দাবিও তোলেন তিনি। পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ভোটের দায়িত্ব পালন যেমন জরুরি, তেমনই শহরের স্বাভাবিক যাতায়াতও সচল রাখতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ২৭ মার্চের পর শহরের রাস্তায় বাসের সংখ্যা কমে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন মালিকদের একাংশ। ফলে ভোটের আবহে কলকাতার যাত্রীদের সামনে নতুন করে ভোগান্তির ছায়া ঘনাচ্ছে।

# বীজপুর-সহ গোটা বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বীজপুর-সহ গোটা বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত। শুক্রবার হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত কালীমন্দিরে শক্তি মায়ের পুজো দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, মায়ের কাছে অসুর শক্তি নাশের প্রার্থনা করলাম। তাঁর কথায়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ নিয়ে সুদীপ্ত ভোট যুদ্ধে নেমেছে। আগামীদিনে বাংলায় যেমন পরিবর্তন হবে, তেমনি বীজপুরেও পরিবর্তন হবে। তাঁর দাবি, এবারে বাংলায় জয় সহজ। বীজপুর-সহ ভাটপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি, নোয়াপাড়া দল জিতবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, একটা সময় তাঁরা সিপিএমকে সরিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। এবার তৃণমূলকে সরিয়ে তাঁরা বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে। তাঁর অভিযোগ, যাঁরা তোলাবাজ কিংবা লুঠেরা অফিসার তাদের নিয়ে মমতা ব্যানার্জি থাকতেন। কিন্তু যাঁরা কাজের অফিসার, তাঁদের উনি কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠিয়ে দিতেন। যদিও কমিশনের নির্দেশে ভোটের কাজে দক্ষ অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে। অপরদিকে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, ভোট যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মায়ের কাছে যেমন শক্তি প্রার্থনা করলাম। তেমনি বীজপুরে অসুর শক্তি নাশেরও প্রার্থনা করলাম। নতুন প্রজন্মের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকে বাঁচাতে হবে বলে জানালেন তরুণ ব্রিগেডের প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। উন্নয়ন প্রসঙ্গে সুদীপ্ত বলেন, সাধক রামপ্রসাদের হালিশহরকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে। নির্বাচনে জিতলে বীজপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল-সহ চাকরি প্রার্থীদের জন্য উন্নত লাইব্রেরি এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি স্পোর্টস একাডেমি তিনি গড়ে তুলবেন। এদিন হালিশহর রামপ্রসাদ ভিটেতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, চিকিৎসক ভবানী পদ গাঙ্গুলি, বীজপুর-২ ও ৩ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সজল কর্মকার ও অঞ্জন দাস প্রমুখ।



# রুট মার্চ জুড়ছে প্রযুক্তির অ্যাপে, ভোটে নতুন কৌশল নিরাপত্তায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটের নিরাপত্তা বলয়ে এবার বড়সড় বদল। শুধু রাস্তায় বাহিনীর উপস্থিতি নয়, তাদের গতিবিধিও থাকবে প্রযুক্তির কড়া নজরে। এই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চে যুক্ত হচ্ছে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ, পাশাপাশি গড়ে তোলা হচ্ছে তিনটি আলাদা মনিটরিং সেল। পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন এই ব্যবস্থায় বাহিনী কোথায় যাচ্ছে, কোন গলি বা উপপথে ঢুকছে; সবকিছু ডিজিটালভাবে নথিভুক্ত হবে। এক আধিকারিকের কথায়, অভিযোগ উঠলে আর আন্দাজে বিচার নয়, তথ্য দিয়েই যাচাই করা যাবে কে কোথায় গিয়েছিল। ফলে রুট নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কে ইতি টানার চেষ্টা।



শুধু তাই নয়, 'ইউনিফায়েড কন্ট্রোল', 'কমান্ড সেন্টার' এবং 'সোশ্যাল মিডিয়া নজরদারি'; এই তিন স্তরে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ চালানো হবে। কোথাও উত্তেজনা ছড়ালে বা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নেবে এই সেলগুলি। এক পুলিশ কর্তার বক্তব্য, এবার সমন্বয়টাই আসল। বাহিনী, প্রশাসন এবং প্রযুক্তি; তিনটিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হচ্ছে। জিপিএস-সজ্জিত গাড়ি, লাইভ ট্র্যাকিং এবং রিয়েল টাইম রিপোর্ট; সব মিলিয়ে ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে চাইছে প্রশাসন। লক্ষ্য একটাই; অশান্তিহীন ভোট এবং প্রতিটি অভিযোগের নির্ভুল জবাব।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ তারকেশ্বরে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলা

ঠাকুরবাড়িতে 'জয় হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে প্রণাম রাজ্যপালের ৫

কলকাতা ২১ মার্চ ২০২৬ ৬ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.03.2026, Vol.19, Issue No. 278, 8 Pages, Price 3.00

# আবার মৃত্যু আরজি করে

## লিফটে আটকে ব্যক্তির প্রাণহানি, আটক ৫

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফের সংবাদ শিরোনামে আরজি কর হাসপাতাল। শুক্রবার ভোরে ছেলেকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে এসে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের একটি লিফটের ভিতর আটকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। কী কারণে লিফটে আটকে পড়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রোগীর আত্মীয়-পরিজনেদের একাংশের অভিযোগ, ওই লিফটে বহু দিন ধরেই গোলযোগ ছিল। তার পরেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কোনও পদক্ষেপ করেননি। এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন।

দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪০) শিশুপুত্রের চিকিৎসা করাতে শুক্রবার সকালে আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ট্রমা কেয়ার সেন্টারের একটি লিফটে আটকে পড়েন তিনি। হাসপাতালের পাঁচতলায় যাচ্ছিলেন তিনি। মৃতের পরিবারের দাবি, লিফটি উপর দিকে কিছুটা উঠে নীচে নেমে আসে। তার পর সজোরে বেসমেন্টে গিয়ে ধাক্কা খায়। প্রায় এক ঘণ্টা ভিতরে আটকে থাকার পর ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে অরূপের। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে তাঁর দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

পুলিশের কাছে ছেলের মৃত্যুর বিচারের আবেদন করছেন অমন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

এই মৃত্যুর ঘটনায় টালা থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজন লিফটম্যান ও ২ জন ইআরএস নিরাপত্তারক্ষীকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫/৩(৫) ধারা অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৫ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। আরও জানা গিয়েছে, ঘটনায় অরূপের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও যকৃৎ ফেটে যায়, পা, হাত ও পাঁজরের হাড়ও ভেঙে গিয়েছিল।

### রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য ভবনের

অন্যদিকে, এবার আরজি করের ঘটনায় স্বাস্থ্য ভবন রিপোর্ট তলব করল। কী ঘটেছিল, কেন লিফটের ভিতর কোনও কর্মী ছিল না, ওই ব্যক্তি কোথায় গিয়েছিলেন কার সঙ্গে ছিলেন, লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ কী অবস্থায় ছিল, কতদিন অন্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা হত, এই ধরনের একাধিক বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য ভবন। আগামী সোমবার সকালের মধ্যেই এই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। পাশাপাশি, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতিবিধি এবং লিফটের ভিতর সিসিটিভির যে ছবি বন্দি হয়েছে, তাও রিপোর্ট সহকারে জমা দিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। অরূপের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অরূপের শরীরে ভিতর ও বাইরে মিলবে ২৫টি আঘাত রয়েছে।

# মমতার প্রতিজ্ঞা, 'দুয়ারে চিকিৎসা'

**নিজস্ব প্রতিবেদন**: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ১০ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। কালীঘাটের বাসভবন থেকে শুক্রবার বিকেলে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তেহার প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি এবং ফিরহাদ হাকিম।

ইস্তাহারে একাধিক জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে। আগেরবার ভোটের আগে দুয়ারে সরকার চালু করে সরকারকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। এবার 'দুয়ারে চিকিৎসা' নাম দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি ব্লকে ক্যাম্প করে মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান বাড়ানোর কথাও উল্লেখ রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, শস্য সংরক্ষণ ও কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসন প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত পরিবারকে পাকা বাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যের কথাও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আরও জোরদার করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের ইস্তাহারে। সকলকে নিয়মিত ভাতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে নতুন নীতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাতটি নতুন জেলা গঠন করে পরিষেবা আরও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও ইস্তেহারে রয়েছে। ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকেই নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'এটা কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে, শুধু মুখে বলা হচ্ছে না।'

শাসকদল তাদের দাবি জোর দিয়ে তুলে ধরে জানিয়েছে, '১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনা হয়েছে, ২ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে।' একইসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বকেয়া আটকে রাখার অভিযোগ তুলে বলা হয়েছে, '১০০ দিনের কাজে ৩৬ হাজার কোটি টাকা এবং আবাস যোজনায় ১৬ হাজার কোটি টাকা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে প্রাপ্য অর্থ মেলেনি', যার ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্যে ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী ১০ বছরে বাংলা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। গ্লোবাল ট্রেড হাব, বন্দর ও লজিস্টিক পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ রয়েছে, যা নীতিনির্ধারণে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র-এর ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়।

## ১০ দফা ইস্তাহার

- 'দুয়ারে চিকিৎসা'র নামে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি।
- স্কুলগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি।
- কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, শস্য সংরক্ষণ ও কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর।
- আবাসন প্রকল্পে সমস্ত পরিবারকে পাকা বাড়ির প্রতিশ্রুতি।
- বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে নতুন নীতি গ্রহণ।
- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাতটি নতুন জেলা গঠন করে পরিষেবা আরও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
- গ্লোবাল ট্রেড হাব, বন্দর ও লজিস্টিক পরিকাঠামো তৈরি।
- সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে এবং বকেয়া ডিএ ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়া হবে।
- প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে নতুন ইউনিট গঠন।
- আগামী ১০ বছরে বাংলা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

## যুদ্ধের বলি আরও এক ভারতীয়

**নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের বলি আরও এক ভারতীয়। সৌদি আরবে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস শুক্রবার বিবৃতি জারি করে ওই মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। তবে কী ভাবে মৃত্যু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিবৃতিতে কেবল সৌদির ১৮ মার্চের ঘটনাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।**

**পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন। উপসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তেজনা প্রশমন এবং কূটনৈতিক আলোচনার দাবি জানিয়েছে বাকি দেশগুলিও। কিন্তু যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।**

**সৌদিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস শুক্রবার সমাজমাধ্যমের পোস্টে লিখেছে, 'রিয়াধে ১৮ মার্চের ঘটনাবলির জেরে ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত।' ওই দিন দূতাবাস জানিয়েছিল, রিয়াধের বাসিন্দারা একটি সতর্কবার্তা পেয়েছেন। সেখানকার ভারতীয় প্রবাসীদের নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল দূতাবাস। স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মেনে চলতে বলা হয়েছিল। সে দিনই রিয়াধে এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়। এই নিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে নিহত ভারতীয়ের সংখ্যা পৌঁছোল ৬-এ। তা ছাড়া, এখনও এক জন নিখোঁজ।**

**উপসাগরীয় অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতের সহকারী সচিব আসিম মহারাজন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে সৌদির ভারতীয় দূতাবাস ওই নাগরিকের মৃত্যুর খবর পেয়েছে। তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে। মৃতের পরিবারকেও সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবেন দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। এখনও পশ্চিম এশিয়ায় যে ভারতীয়ের খোঁজ মিলছে না, তার জন্য ওমান, সৌদি, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছে ভারত সরকার। এই সমস্ত দেশে ভারতীয় দূতাবাস সক্রিয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা কথা বলছেন। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে।**

# গ্যাসের পর এবার যুদ্ধের আঁচ পাওয়ার পেট্রোলেও

**নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ:** ইরান যুদ্ধের প্রভাব প্রথমবার দেখা গেল জ্বালানি তেলের দামে। তেলের দাম বাড়বে না বলে সরকার আশ্বস্ত করলেও একধাক্কায় বেশ কিছুটা বাড়ল পাওয়ার পেট্রল। যাকে প্রিমিয়াম পেট্রোল হিসেবে গণ্য করা হয়। জানা যাচ্ছে, এই পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ২.৩০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র পাওয়ার পেট্রোলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ পেট্রল, ডিজেলের কোনওরকম মূল্যবৃদ্ধি হয়নি।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে তেলের সরবরাহ ব্যহত হওয়ার পাশাপাশি অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপক বেড়েছে। ১০০ পেরিয়ে গিয়েছে তেলের দাম। যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করেছে।

ইরানের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর সরকারের তরফে বারবার আশ্বস্ত করা হয়েছে, দেশে পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে। যুদ্ধের জেরে দেশে কোনও রকম জ্বালানি সংকট পড়বে না। বাড়বে না পেট্রোল-ডিজেলের দামও। তবে সাধারণ জ্বালানি তেলের দাম না বাড়লেও সূত্রের খবর, ২টাকা ৩০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে পাওয়ার পেট্রোলের দাম। যুদ্ধের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে জানা যাচ্ছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব শুধুমাত্র সেই গ্রাহকদের উপর পড়বে যারা নিজেদের যানে এই প্রিমিয়াম পেট্রোল ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য, এই পেট্রোল গাড়ির ইঞ্জিনকে ভালো রাখতে ও অধিক মাইলেজের জন্য ব্যবহার করা হয়।

তবে এই মূল্যবৃদ্ধির কোনও স্পষ্ট কারণ এখনও তেল সংস্থাগুলির তরফে জানানো হয়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে, ইরান যুদ্ধের জেরে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি ও লজিস্টিক খরচ বাড়ার কারণে মহার্ঘ্য পেট্রোলের দাম আরও বাড়ানো হয়েছে।

## ফের নিহত ইরানের কর্তা

**তেহরান, ২০ মার্চ:** ইরানের সেনাবাহিনীর আরও এক কর্তা নিহত। সে দেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রেভোলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)-এর মুখপাত্র আলি মহম্মদ নাইনির মৃত্যু হয়েছে আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলায়!

নাইনির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর কিছু মন্তব্য শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নাইনি দাবি করেছিলেন, 'আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার যোগ্য। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও আমরা ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি। তাই উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।' তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাইনির মৃত্যুর খবর জানা গেল। এই হামলাকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করেছে ইরান।

চলতি সপ্তাহেই নিহত হন ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি। তিনি ছাড়াও বাসিজ রেজিসট্যান্স ফোর্স-এর প্রধান গোলামরেজজা সোলেইমানিরও মৃত্যু হয় ইজরায়েলের হামলায়। তিনি ছাড়াও বাসিজ রেজিসট্যান্স ফোর্স-এর প্রধান গোলামরেজজা সোলেইমানিরও মৃত্যু হয় ইজরায়েলের হামলায়। এ ছাড়াও, ইসমাইল খাতিব নামে ইরানের আরও এক শীর্ষকর্তারও মৃত্যু হয় চলতি সপ্তাহেই।

প্রসঙ্গত, ইজরায়েলি এবং মার্কিন হামলায় নিহত হওয়ার আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন আইআরজিসি মুখপাত্র নাইনি। নেতানিয়াহু দাবি করেছিলেন যে, ইরানে এমন হামলা চালানো হয়েছে যে, ওদের হাতে ইউরেনিয়াম নেই। ক্ষেপণাস্ত্রও তৈরি করতে পারবে না। তাঁর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে নাইনি পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন, ইজরায়েল স্বপ্নের জগতে বাস করছে। ওরা যেটা ভাবছে, বাস্তবে ছবিটা তা নয়। হামলা চালিয়ে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকে রুখে দিতে পারবে না ইজরায়েল এবং আমেরিকা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবিকেও খণ্ডন করেছিলেন নাইনি। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে, ইরানে নৌবাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পারস্য উপসাগরে আমেরিকার রণতরী মোতায়েন করা হয়েছে। নাইনি বলেন, 'ট্রাম্প বলেছিলেন যে, ইরানের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। যদি সেটাই করে থাকেন, তা হলে পারস্য উপসাগরে রণতরী পাঠানোর সাহস দেখান।' শুক্রবার এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমেরিকা এবং ইজরায়েলের হামলায় নিহত হন নাইনি।

## ঠিকানা বদল

■ **ভোটের আবহেই বড় প্রশাসনিক রদবদল। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক পর রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর নতুন ঠিকানায় সরছে। বর্তমানে ২১, নেতাজি সুভাষ রোডের বামারলরি ভবনে থাকা অফিসে শনিবারই শেষবারের মতো কাজকর্ম চলবে। এরপর সোমবার থেকে সম্পূর্ণভাবে নতুন কার্যালয় থেকেই দায়িত্ব সামলাবেন আধিকারিকেরা। নতুন ঠিকানা নির্ধারিত হয়েছে ১৩, স্ট্র্যান্ড রোডে, যেখানে কেন্দ্রীয় সংস্থা শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-এর ভবনে স্থানান্তরিত হচ্ছে দপ্তর। ইতিমধ্যেই স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। বর্তমান ভবনে জায়গার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান কর্মীর চাপ পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছিল। পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও অসন্তোষ ছিল। সব দিক বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।**

## ট্রাইব্যুনাল গঠন

■ **রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে ট্রাইব্যুনাল গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে ১৯টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ট্রাইব্যুনালে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, রঞ্জিতকুমার বাগ, সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়-সহ ১৯ জন বিচারপতি। যদি কোনও ভোটারের নাম তালিকায় না তোলা হয় বা কেটে দেওয়া হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা এই যাবে এই ট্রাইবুনালে।**

## আদালতে কল্যাণ

■ **রাজ্যের একের পর এক আমলা, পুলিশ কর্তাকে অপসারণ করছে কমিশন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই ভোটের কাজে পাঠানো হচ্ছে ভিন্‌রাজ্যে। এ বার সেই বিষয় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। মামলাকারীর পক্ষে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, এ ভাবে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর অধিকার নেই নির্বাচন কমিশনের।**

# ভুয়ো প্রচার বন্ধে প্রার্থীদের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে নজর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটের প্রাক্কালে ডিজিটাল প্রচারে লাগাম টানতে বড় পদক্ষেপ নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবার থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ই প্রার্থীদের তাঁদের সমস্ত সরকারি বা ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত জানাতে হবে বলে নির্দেশ জারি হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের মতে, 'কার সমাজমাধ্যমে কী অ্যাকাউন্ট আছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে মনোনয়নপত্রে।' এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ভুয়ো প্রচার, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ক্যাম্পেনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা। কমিশন আরও স্পষ্ট করেছে, কোনও প্রার্থী যদি পরে অতিরিক্ত বা গোপন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, তা নিয়মভঙ্গ হিসেবে ধরা হবে। সূত্রের দাবি, নির্বাচনী প্রচারে ক্রমবর্ধমান সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রকাশিত অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার চালানো বা প্রতিপক্ষকে আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতেই কমিশন এবার শুরু থেকেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাইছে।

কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'প্রার্থীদের ডিজিটাল উপস্থিতি এখন নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই তা নথিবদ্ধ করা জরুরি।' একইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রেও পূর্বানুমোদনের নিয়ম আরও কড়াভাবে কার্যকর করা হবে। নির্বাচন বিশ্লেষকদের মতে, এই নতুন বিধি কার্যকর হলে অনলাইন প্রচারের উপর নজরদারি বাড়বে এবং ভোটের লড়াই আরও স্বচ্ছ হবে। তবে বাস্তবে কতটা কড়াভাবে এই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়, সেটাই এখন দেখার।

কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'টেলিভিশন, রেডিও থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া, সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে অনুমোদন অপরিহার্য। নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর-দুই জায়গাতেই এমসিএমসি এই অনুমোদনের দায়িত্বে থাকবে। পাশাপাশি, সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে রাজ্যস্তরের আপিল কমিটির দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগও রাখা হয়েছে।

শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারেও বাড়ানো হয়েছে স্বচ্ছতা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়ই নিজেদের আসল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য জানাতে হবে। কমিশনের মতে, 'ভুয়ো খবর ও বিভ্রান্তিকর প্রচার রুখতেই এই পদক্ষেপ।'

## সম্পাদকীয়

# মোদী সরকারের সিদ্ধান্তে লাভের আশায় বিমান পরিবহণ শিল্প

দেশের বিমান পরিবহণ শিল্পের স্বার্থে সম্প্রতি এক বড় পদক্ষেপ করল মোদি সরকার। বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় ঘুরিয়ে বিমান যাত্রার খরচ অনেকটাই কমানো হল। নিঃসন্দেহে এর সুফল পাবেন বিমানযাত্রীরা। ভাড়া না কমিয়ে আনুষাঙ্গিক খরচ কমানোর ফলে সাধারণ যাত্রীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হবে বিমানযাত্রা। বাড়বে যাত্রী সংখ্যা। তাতে আখেরে লাভ বিমান পরিবহণ শিল্পেরই। এই কাজটাই করেছে মন্ত্রক। সম্প্রতি তারা বিমান যাত্রীদের জন্য এক নির্দেশিকা জারি করেছে। যা ইতিমধ্যেই যাত্রীমহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে, এবার থেকে বিমানের ৬০ শতাংশ আসন বিনামূল্যে পছন্দ করে নিতে পারবেন যাত্রীরা। এতদিন পছন্দের আসনের জন্য বিমান ভাড়া ছাড়াও বাড়তি টাকা গুণতে হত যাত্রীদের। টিকিট কাটার পর ওয়েব চেক ইনের সময় অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হত, সেই অতিরিক্ত খরচের থেকে এবার যাত্রীদের রেহাই দেওয়া হল। ওই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে একই পিএনআরে টিকিট কাটা হলে ওই যাত্রীদের আসন পাশাপাশি রাখতে হবে। যাতে যাত্রীরা তাদের সঙ্গী, পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাত্রা করতে পারেন। এতদিন অভিযোগ ছিল অনেক ক্ষেত্রেই যাত্রীদের পাশাপাশি আসনের জন্যও বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছিল। কিন্তু এখন থেকে এর জন্য আর কোনও অতিরিক্ত টাকা লাগবে না। এর পাশাপাশি যাত্রীদের অনেকেই গান-বাজনা এবং খেলাধুলোর সরঞ্জাম নিয়ে যান বিমানে। সেগুলি যথাযথ ভাবে যাতে তাঁরা নিয়ে যেতে পারেন তাঁর ব্যবস্থা রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিমান ছাড়তে দেরি হলে বা বাতিল হলে যাত্রীদের কী করণীয় তা নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক। কারণ, এই নিয়েই সবচেয়ে বেশি অভিযোগ যাত্রীদের। সেই অভিযোগ বন্ধ করতে বিমানসংস্থা গুলিকে ওই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের কী করণীয় সেটা তাদের ওয়েবসাইটে, মোবাইল অ্যাপে এবং বিমানবন্দরের কাউন্টারে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে বাধ্যতামূলক ভাবে।

### শব্দছক ১০৬ — রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ■ | ২ | ৩ | | ■ | ৪ |
| | ■ | ৫ | | | ■ | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ■ | ৯ | | ১০ | | |
| ১১ | | ১২ | | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ১৩ | | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | | | | ■ | ১৮ | |
| ১৯ | | ■ | ■ | ২০ | | ■ | |
| | ■ | ২১ | | | ■ | ২২ | |

**পাশাপাশি:** ১. মশক ২. দশের স্থানীয় ৫. মাঝি ৬. অহঙ্কার ৭. ভাদ্রমাসে গাওয়া লোকসংস্কৃতির গান ৯. বনকে বিদীর্ন করে যা ১১. পুস্তকপঠন ১৩. নিবারিত ১৬. ক্ষতিকর দিক ১৮. যার জন্য চাবি ১৯. নীর ২০. কলা ২১. যে গাছের পাতা কফ নিবৃত্ত করে ২২. হেঁয়ালি

**ওপর-নিচ:** ১. মনের প্রকাশ ২. দই-এর সঙ্গে বড়া ৩. শোওয়া ৪. রাত্রি ৬. ভীমের অস্ত্র ৮. একে একে ১০. ধ্বংশ ১২. ক্ষণভঙ্গুর ১৩. প্রবঞ্চক ১৪. মিত্র ১৫. অতলান্ত তল ১৬. নেতিজনক শস্য ফলন ১৭. ক্ষণ

**সমাধান ১০৫ — পাশাপাশি:** ১. জগন্মাতা ৪. ঘাস ৬. পতি ৭. পয়লা ৯. মাহ ১০. বটুক ১১. লাগাতার ১২. যমদূত ১৪. পছন্দ ১৫. জয় ১৬. নাগমা ১৭. চাপা ১৮. শক্তি ১৯. নজরানা

**ওপর-নিচ :** ১. জপমালা ২. গতি ৩. তাপহর ৫. সম্যক ৮. লাবণ্যময় ৯. মাতাবন্দনা ১১. যজমান ১৩. তড়পানা ১৪. পলাশ ১৭. চারা

## আজকের দিন

■ **১৯৫২**— প্রথম রক কনসার্ট ক্লিভল্যান্ডে মুনডগ করোনেশন বল অনুষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৬৩** — ক্যালিফোর্নিয়ার কুখ্যাত ফেডারেল কারাগারটি বন্ধ হয়।

■ **১৯৭৭** — প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা উনিশ মাসব্যাপী জরুরি অবস্থার আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান ঘটে।

## জন্মদিন

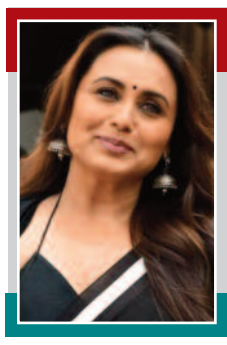

রানি মুখোপাধ্যায়

**১৯১৬** *বিশিষ্ট সানাইবাদক বিসমিল্লা খানের জন্মদিন।*

**১৯৩৪** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বুটা সিংয়ের জন্মদিন।*

**১৯৭৮** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

# বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ইদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

**প্রদীপ মারিক**

সমগ্র ভারতবাসী ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদি তারেক রহমানকে ঈদ মোবারক দিয়ে বলেছেন, 'ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে, আমি আপনাকে ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে ঈদুল ফিতরের এই আনন্দময় উৎসবে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বিগত এক মাস ধরে, ভারতসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা পবিত্র রমজান মাস পালন করেছেন এবং রোজা ও প্রার্থনায় পুণ্যময় সময় কাটিয়েছেন। ঈদুল ফিতরের উদযাপন আমাদের সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব ও একতার মতো চিরন্তন মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা বিশ্বজুড়ে মানুষের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য এবং সুখ কামনা ও প্রার্থনা করি। আমাদের দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক।'

ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের সংখ্যালঘু দেশবাসীর জন্য অকৃতদার মোদি। আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, 'সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।' গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র মোদি সরকার। মোদির প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চেতন বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি, 'সওগাত-এ-মোদি' ঈদ উপহার ৩২ লক্ষ দরিদ্র মুসলিম পরিবারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, এই কর্মসূচি প্রমান করলো মোদি ই বিশ্ব সাম্প্ তির বার্তা বাহক। 'সৌগত-ই-মোদি' নামে এই প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৩২ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম পরিবার ঈদ কিট পেয়েছেন। এই পদক্ষেপ আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে খুশির খবর এনে দিয়েছে। ঈদের আগে দেশের দরিদ্র মুসলিম পরিবারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ বিজেপি। 'সৌগত-ই-মোদি' নামে এই প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৩২ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম পরিবার ঈদ কিট পেয়েছেন। বিজেপি প্রধান জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে দিল্লির নিজামুদ্দিন থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জাতীয় সভাপতি জামাল সিদ্দিকী জানিয়েছেন, প্রতিটি কিটে থাকছে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী সেমাই, খেজুর, শুকনো ফল, চিনি, থাকছে পোশাক মহিলাদের জন্য শাড়ি বা স্যুটের কাপড় এবং পুরুষদের জন্য কুর্তা-পায়জামা। প্রতিটি কিটের দাম আনুমানিক ৫০০-৬০০ টাকা। এই কর্মসূচির আওতায় ৩২,০০০ সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মী ৩২,০০০ মসজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দরিদ্র মুসলিম পরিবারগুলির কাছে এই বিশেষ ঈদের কিট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর 'সবার জন্য উৎসব' বার্তা প্রসঙ্গে জামাল সিদ্দিকী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদা সমস্ত ধর্মের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ক্রিসমাস, ইস্টার, বৈশাখী-তে শুভেচ্ছা জানান এবং নিজামুদ্দিন দরগা ও আজমির শরীফে চাদর পাঠান। তাই এবার ঈদেও দরিদ্র মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

বিজেপির এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে এই কর্মসূচি একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আগামী দিনে এই উদ্যোগের রাজনৈতিক ফলাফল কী হয়, তা নজরে রাখছে বিরোধী শিবিরও। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জাতীয় সভাপতি জামাল সিদ্দিকি জানিয়েছেন আগামী দিনে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উৎসবেও এভাবেই পাশে থাকবেন তাঁরা। সিদ্দিক জানান, তাঁরা মোদীজির নামে ৩২ লাখ উপহার প্যাকেট বিলি করবেন। মূলত দরিদ্র মুসলিম পরিবারে উপহার বাক্স পৌঁছে দিতে চান তাঁরা। দিল্লিতে কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। প্রতিটি বাক্সে থাকছে খাবার এবং মহিলাদের পোশাক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, শুধু সংখ্যাগুরুদের কথা ভাবলে চলবে না, সংখ্যালঘু দরিদ্র অংশের পাশে দাঁড়াতে হবে দলকে। উত্তর প্রদেশে পসমন্দা অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা মুসলিমরা বিজেপিকে সমর্থন করেছে। উত্তর প্রদেশে গত বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় জয় হাসিলের পর বিজেপি নেতৃত্ব বুথভিত্তিক ফলাফল তুলে ধরে দাবি করে মুসলিমরাও পদ্মফুলে ছাপ দিয়েছে। মোদির পরামর্শ পাথেয় করে অন্যান্য রাজ্যেও সংখ্যালঘুদের কাছে টানার চেষ্টা শুরু করেছে পদ্ম শিবির। হিন্দুত্বের পথ আঁকড়ে থেকেই সংখালঘুদের প্রতি নরম হওয়ার বার্তা দিচ্ছে দল। জামাল সিদ্দিকী বলেছেন, জেলা পর্যায়েও ঈদ মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু মোর্চার জাতীয় মিডিয়া ইনচার্জ ইয়াসির জিলানি বলেছেন যে 'সৌগত-ই-মোদি' প্রকল্পটি ভারতীয় জনতা পার্টি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি প্রচার করাই কেবল নয় এর ফলে দারিদ্র সংখ্যালঘু দেশবাসীরা উপলব্ধি করছেন তাদের কথা একমাত্র ভাবেন মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি শুধু প্রচার নয় বাস্তবায়ন করাই ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য।

খুশির ঈদ মানেই কাজী নজরুল ইসলাম। এপার বাংলা ওপার বাংলার মুসলিমদের ঈদ উৎসবের একটি অপরিহার্য অংশ হল, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানটি। এই গানটি রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৩১ সালের ২৫ মে, এই গানটি প্রথমবার রেকর্ড করা হয়। গানটির সুরকারও ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই। আব্বাসউদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। তিনি নজরুলের শিষ্যও ছিলেন। একদিন আব্বাসউদ্দীন নজরুলকে বলেন, 'আপনি তো অনেক সুন্দর গান লেখেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামি গান খুব কম। আপনি যদি বাংলায় ইসলামি গান লেখেন, তাহলে মুসলিমদের ঘরে ঘরে আপনার জয়গান বাজবে।' নজরুল আব্বাসউদ্দীনের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি আব্বাসউদ্দীনকে বললেন, 'আমি তোমার আবদার রাখব। আমি ঈদুল ফিতরের জন্য একটি গান লিখব।' কাজী নজরুল গানটিতে ঈদুল ফিতরের আনন্দ ও খুশির কথা তুলে ধরলেন। তিনি গানটিতে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল গানটি লিখে আব্বাসউদ্দীনকে দিলেন। আব্বাসউদ্দীন গানটি শুনে খুবই মুগ্ধ হলেন। তিনি গানটি রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৯৩১ সালের ২৫ মে, এই গানটি প্রথমবার রেকর্ড করা হয়। গানটি রেকর্ড করে হিজ মাস্টার্স কোম্পানি। গানটি রেকর্ড হওয়ার পর, মুহূর্তের মধ্যেই সারা বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গানটি বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এই গানটি আজও বাঙালি মুসলিমদের কাছে ঈদুল ফিতরের একটি ঐতিহ্যবাহী গান। প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিন এই গানটি শুনে মুসলিমরা তাদের আনন্দ-খুশি প্রকাশ করে। কাজী নজরুল ইসলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পার্থ সারথীর জন্য লিখলেন, 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ / চিত্তের অবসাদ দূর করো, করো দূর / ভয়-ভীত জনে করো হে নিঃশঙ্ক / জড়তা ও দৈন্য হানো হানো / গীতার মন্ত্রে জীবন দানো / ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতঙ্ক / মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে / শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি / অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে / দুরন্ত দুর্মদ যৌবন-চঞ্চল / ছাড়িয়া আসুক মা-র স্নেহ-অঞ্চল / বীর সন্তান দল / করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক' কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবিমাত্র নন, তিনি একজন দার্শনিকও বটে। ধর্মীয় সাম্প্রতির বাতাবরণে সৌগত এ মোদি আবার প্রমান করলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ্য গণতন্ত্রের পূজারি মোদি কেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ্য নেতা।

# গণতন্ত্রের মঞ্চে বাংলার রঙ্গ

**সুদীপ ঘোষ**

শেক্সপিয়র বলেছিলেন, তসমগ্র পৃথিবীটাই একটি নাট্যমঞ্চ।দ তিনি যদি ভোটের মরশুমে আজকের বাংলায় এসে পড়তেন, নির্ঘাত নিজের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে লিখতেন; পৃথিবী মঞ্চ হতে পারে, কিন্তু বাংলা এমন এক পরাবাস্তব রঙ্গভূমি, যার চিত্রনাট্য বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও মাঝেমধ্যে বসে বুঝে নিতে চাইতেন।রাজনীতি এখন আর সমাজ পরিচালনার কোনো গুরুগম্ভীর বিদ্যা নয়; এটি এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ; উচ্চ ব্যয়ের দৃশ্যাবলি, টানা উত্তেজনা, পর্বে পর্বে চরিত্র-বদল, আর সর্বক্ষণিক আবেগ-ব্যবসা। আর আমরা, সাধারণ মানুষ? আমরা সেই দীর্ঘায়িত ধারাবাহিকের এমন একনিষ্ঠ দর্শক, যারা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে নিজেদেরই বিপন্ন ভবিষ্যতের প্রদর্শনী দেখে হাততালি দিই।

নীৎশে লিখেছিলেন, মানুষ যখন সত্যের মুখোমুখি হতে চায় না, তখন সে নাটক রচনা করে। বঙ্গ রাজনীতির বর্তমান দৃশ্যপট দেখলে মনে হয়, এই কথাটি এখানে আশ্চর্যরকম প্রযোজ্য। ভোটের আগে আচমকা ভক্তির যে সুনামি আছড়ে পড়ে, তা দেখলে বিস্ময় চেপে রাখা মুশকিল। একদিকে ক্যামেরার ফ্রেম মেপে চণ্ডীপাঠে এমন রাজনৈতিক ভক্তি উথলে ওঠে যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই কিংবদন্তি কণ্ঠও বোধহয় রেডিও(থুরি টেলিভিশন) বন্ধ করে দিত। অন্যদিকে মন্দিরে বা মসজিদে এমন গাম্ভীর্যে প্রণতি, যেন ভোটের টিকিট এবং পরকালের ছাড়পত্র; উভয়ই সেখান থেকেই একযোগে প্রিন্ট আউট হবে।

মার্ক্স ধর্মকে তজনতার আফিমদ বলেছিলেন। কিন্তু বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক আবহে মনে হয়, ধর্ম বা আদর্শ এখানে আর আফিম নয়; বরং এটি এক তাৎক্ষণিক উত্তেজক, যার কার্যকারিতা তীব্র, কিন্তু স্থায়িত্ব অত্যন্ত স্বল্প। এই উন্মাদনার আলোকসজ্জা নিভে গেলেই অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই পুরোনো, অবহেলিত প্রশ্নগুলি; বেকারত্বের হাহাকার, শিক্ষার মুমূর্ষু অবস্থা, হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো, কৃষকের অনিশ্চয়তা, এবং ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া জনজীবনের মর্যাদা। কিন্তু আয়োজকেরা জানেন, মঞ্চের আলো, মাইকের শব্দ এবং আবেগের আতশবাজি ঠিকঠাক থাকলে দর্শক অনেক কিছুই সাময়িক ভুলে যেতে পারেন।

সবচেয়ে করুণ অথচ কৌতুককর দৃশ্য হলো রাজনীতির ভাষা। একসময় বিতর্ক মানে ছিল কিছুটা মত, যুক্তি, প্রত্যুত্তর এবং বৌদ্ধিক লড়াই। এখন প্রায়ই দেখা যায়, সন্ধ্যা নামলেই নানা পর্দায় শুরু হয় কণ্ঠনালীর প্রতিযোগিতা। সেখানে যুক্তির শান কম, শব্দের ধাক্কা বেশি; আলোচনার চেয়ে উত্তেজনার বাজারদরই যেন মুখ্য। সক্রেটিস বলেছিলেন, তঅপরীক্ষিত জীবন বাঁচার যোগ্য নয়।দ আজকের বহু রাজনৈতিক উচ্চারণ শুনলে মনে হয়, তিনি হয়তো প্রশ্ন করতেন; অপরীক্ষিত বাক্যও কি উচ্চারণের যোগ্য? তবে এই সমগ্র প্রদর্শনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্ব নিঃসন্দেহে 'দলবদল'; আমাদের সময়ের সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক ধোয়ামোছার প্রযুক্তি। ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পদার্থবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তাও লজ্জা পেতে পারে। গতকাল পর্যন্ত যিনি এক শিবিরে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে বক্তৃতা করেছেন, আজ সকালের সূর্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এক নতুন আদর্শবোধের জন্ম হয়। পুরোনো পতাকা সরিয়ে নতুন উত্তরীয় গলায় তুলে তিনি ক্যামেরার সামনে এসে জানান; এতদিন তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছিল, এবার তিনি মানুষের জন্য কাজ করবেন। তখন নাগরিক হিসেবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে; আদর্শ কি সত্যিই এমন এক সিমকার্ড, যা সুবিধামতো যে কোনো সময় পোর্ট করা যায়? নাকি এটি কেবল শুদ্ধিকরণের এক জনসমক্ষে মঞ্চস্থ অভিনয়?

ডিজিটাল যুগে নির্বাচনী ইস্তেহার অনেকসময় আধুনিক রূপকথার আকার ধারণ করে। শূন্যে শিল্প গড়ে ওঠে, হাওয়ায় কর্মসংস্থান ভাসে, আর পর্দার ঝলকে উন্নয়নের এমন সব দৃশ্য ভেসে ওঠে, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ফারাক বিস্ময়কর। সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গ, প্যারোডি, উত্তেজনা, প্রচার; সব মিলে এমন এক শব্দজগৎ তৈরি হয়, যেখানে গণতন্ত্রের গভীর প্রশ্নগুলো ক্রমশ বিনোদনের উপাদানে রূপ নেয়।

এই অবক্ষয়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি ফিরে আসে; আনুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।দ কিন্তু আজকের সুবিধাবাদী সামাজিক বাস্তবে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও সংশয় জাগে, আমরা কি সত্যিই সেই 'মানুষ' হয়ে উঠতে পেরেছি, যাঁদের ওপর নির্ভর করে একটি সুস্থ গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকবে? আমরা যারা ড্রইংরুমে বসে আন্তর্জাতিক পত্রিকা পড়ে নিজেদের গভীর মননশীল বলে ভাবতে ভালোবাসি, তারাও তো শেষ পর্যন্ত এই সার্কাসেরই নীরব ক্রেতা। আমরা দেখছি, সমালোচনা করছি, রসিকতা করছি, কিন্তু নাগরিক দৃঢ়তা গড়ে তোলার যে কষ্টকর কাজ, সেখানেই সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে শাসকেরা 'রুটি আর বিনোদন'-এর মাধ্যমে জনতাকে ব্যস্ত রাখতেন। আমাদের সময়েও সেই কৌশলের নতুন সংস্করণ খুব অপরিচিত নয়। দুয়ারে কিছু সুবিধা, পর্দায় কিছু সংঘর্ষ, ময়দানে কিছু স্লোগান, আর সর্বত্র আবেগের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। আর আমরা, তথাকথিত সচেতন বাঙালি, চায়ের কাপে তর্কের ঢেউ তুলে, সামাজিক মাধ্যমে দু-চারটি তীব্র বাক্য লিখে, অনেকসময় ভেবে নিই আমাদের নাগরিক কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবের ময়দানে তখন আমরা ক্রমশ ভোক্তায় পরিণত হই; বিচারক নয়, দর্শক; অংশগ্রহণকারী নয়, প্রতিক্রিয়াশীল অনুসারী।

এই কারণেই শেষ পর্যন্ত একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকেই যায়। ভোটের দিন সকালে যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি সত্যিই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই? নাকি যে পক্ষ সবচেয়ে উঁচু মঞ্চ বানাতে পেরেছে, সবচেয়ে জোরে আবেগ বিক্রি করতে পেরেছে, এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতির মোড়ক সাজিয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমরাই তাদের হাতেই আমাদের অবশিষ্ট বিবেচনাবোধ সমর্পণ করি? গণতন্ত্রের এই উচ্চব্যয়ী প্রদর্শনীতে আমরা কি সত্যিই সচেতন নাগরিক, নাকি কেবল হাততালির জন্য প্রশিক্ষিত এক বিশাল দর্শকসমাজ; যারা পর্বান্তরে উত্তেজিত হয়, হতাশ হয়, আবার ভুলে যায়, কিন্তু খুব কমই প্রশ্ন করতে শেখে?

সমস্যা রাজনীতির মধ্যে শুধু নয়; সমস্যার একটি বড় অংশ আমাদের মধ্যেও। কারণ সার্কাস কখনও একা টিকে থাকে না; তার জন্য দরকার মুগ্ধ দর্শক, স্মৃতিহীন দর্শক, এবং এমন দর্শকৎযারা প্রতিবার নতুন পোশাক দেখে পুরোনো কৌশল ভুলে যায়। বাংলার গণতন্ত্রের সামনে আজ তাই আসল প্রশ্ন কোনো দলকে নিয়ে নয়; প্রশ্ন হলো, আমরা কি এখনও নাগরিক হতে চাই, নাকি দর্শক হয়েই সুখী থাকতে রাজি আছি।

## চর্চাবাসর ১০৫

বাংলা শব্দ Randhan (রন্ধন/রন্ধন), যার অর্থ রান্না বা রন্ধন সম্পর্কীয় প্রস্তুতি, সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। ধাতু (Dhātu) এটি সংস্কৃত মূল √রন্ধ (রন্দ্) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ রান্না করা, খাবার তৈরি করা বা প্রস্তুত করা। মূল শব্দের সাথে -অন (-an) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে রন্ধন (randhan) শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার অর্থ রান্না করার কাজ।

— কলমবীর

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ঠাকুরবাড়িতে 'জয় হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে প্রণাম রাজ্যপালের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর:** ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে 'জয় হরিবোল' বলে মতুয়া ভক্তদের উদ্দেশে করজোড় করে প্রণাম রাজ্যপালের। পাল্টা, 'উনি রাজনীতি করতে এসেছেন' বলে তোপ দাগলেন মমতাবালা ঠাকুর। রাজ্যপাল আরএন রবি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসা নিয়ে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় মুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ি চত্বর। একদিকে, রাজ্য পুলিশ। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঠাকুরবাড়িতে ছিল মতুয়া ভক্তদের ভিড়। ডঙ্কা, কাঁসড় নিয়ে মতুয়াদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে স্বাগত জানানো হয়। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। 'জয় হরিবোল' ধ্বনি নিয়ে ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরে বক্তব্য দিয়ে মতুয়াদের মন জয় করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। 'সমাজে মতুয়াদের অবদান এর আগে এমনভাবে কেউ প্রকাশ করেনি' বলে জানান শান্তনু ঠাকুর।

উল্লেখ্য, শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের আমন্ত্রণে শুক্রবার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসেন রাজ্যপাল। সস্ত্রীক প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেন। শান্তনু ঠাকুর তাঁদেরকে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আত্মার মালা পরিয়ে বরণ করে নেয়। পরবর্তীতে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুর শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদান ব্যাখ্যা করেন। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলেন তিনি। রাজ্যপালের আসা নিয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, 'সমাজে মতুয়াদের অবদান নিয়ে এর আগে এমনভাবে কেউ বলেননি। আমরা আনন্দিত।' পাল্টা মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'ঠাকুর বাড়িতে সবার আসার অধিকার আছে। উনি এসেছেন সাধুবাদ জানাই। কিন্তু উনি তো রাজনীতি করতে এসেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'ঠাকুর বাড়িতে আসলেনও একটা মন্দিরে গেলেন আরেকটা মন্দিরে যায়নি। এমনকি বড়মার ঘরে যায়নি। অথচ গিয়েছেন শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে। যিনি একজন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রী। তাঁর বাড়িতে যাওয়া মানেই হচ্ছে তিনি রাজনীতি করতে এসেছেন।' মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন সেখানে বলেছেন পাঠ্যপুস্তকে হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মকাণ্ড ও জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সেই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে মমতাবালা বলেন, 'মতুয়াদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর কলেজ ইউনিভার্সিটি, কামনা সাগরের পার বাঁধানো সমস্ত কিছুই করেছেন। বারুণি মেলা উপলক্ষে 'ছুটি' ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও মতুয়াদের জন্য একটা কোনও কাজ করেনি। এসআইআর-এ যে মতুয়াদের ভোটের নাম কাটলো, সেই সম্পর্কে একটাও কথা বললেনি। মতুয়াদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে কেউ যায়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছে। তাই কারা আমাদের আপন কারা আমাদের পর সেটা মতুয়ারা বুঝে গেছে জবাবটা ভোটের মাধ্যমে দিয়ে দেবে।'



*চন্দননগরের তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেনের সাংবাদিক বৈঠক।*

## বহিরাগত প্রার্থীকে ঢুকতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি তৃণমূলিদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** উত্তর প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বসিরহাট লোকসভায় মধ্যে থাকা ৭টি বিধানসভাতেই তৃণমূল কংগ্রেস অস্তিত্বহীনতায় ভুগছে। এবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভা জুড়ে বহিরাগত প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়লো। তৃণমূল কর্মীদের হুঁশিয়ারি

তৃণমূল প্রার্থী প্রচারে এলে এলাকায় ঢুকতে দেব না। ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। ৭টি বিধানসভা থেকেই লাগাতার বিক্ষোভ, আন্দোলনের ফলে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে জেলা নেতৃত্ব ও তাদের মদতদাতারা। ফলে ভোট ময়দানে বিরোধীরা নয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই তৈরি হয়েছে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ্যে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তৌসিফুর রহমান এর বিরুদ্ধে পড়লো 'বহিরাগত' তকমার পোস্টার। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা চাইছে আবু তাহের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ অর্থাৎ এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনিকে প্রার্থী হিসেবে। আর তাই এই বিক্ষোভের পোস্টারে ছয়লাপ বিধানসভা জুড়ে। পোস্টারে লেখা, 'বহিরাগত প্রার্থী মানছি না মানবো না, আমরা ভূমিপুত্র চাই। তৃণমূল প্রার্থী তৌসিফুর রহমান বহিরাগত।' অভিযোগ, তাঁর আসল বাড়ি অন্য রাজ্যে। বর্তমানে সে কলকাতায় থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র। তাঁকে প্রার্থী ঘোষণা করার পরেই বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল প্রার্থী বাতিলের দাবিতে। সেই গুঞ্জন এবার প্রকাশ্যে এলো। কোথাও প্রচারে তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ, আবার কোথাও তৃণমূলের লোগো (জলছবি) লাগানো পোস্টারে লেখা 'বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী মানছি না, মানবো না।' আর এই বিষয়ে হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি এসকেন্দার গাজী বলেন, 'এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। বসিরহাট উত্তরে বিরোধীদের কোন জায়গা নেই। তারা জানে তারা জিততে পারবে না, তাই তৃণমূল দলের ভাব মূর্তি নষ্ট করার জন্য এসব পোস্টার লাগাচ্ছে।' যদিও তৃণমূলের এই দাবি নস্যাৎ করে বিজেপির দাবি, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এতটাই প্রকাশ্যে এসেছে। ওরা বহিরাগত প্রার্থী নিজেরাই মানতে পারছে না।'

## পূর্বস্থলী উত্তরে পদ্ম-শিবিরে প্রার্থী প্রাক্তন জেলা সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী:** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হতেই পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে খুশির হাওয়া বইছে গেরুয়া শিবিরে। এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে লড়াই করবেন বর্ষীয়ান নেতা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। দলের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত গোপাল বাবু এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের আঙিনায় পা রাখলেন। গোপাল চট্টোপাধ্যায় এর আগে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত দলের সংগঠনকে মজবুত করতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠনের কাজ করার পর এবার তাঁকে সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রার্থী নাম ঘোষণার পরেই এদিন প্রচারে নেমে গোপাল চট্টোপাধ্যায় জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, 'আমি জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। দলের ওপর মানুষের ভরসা বেড়েছে এবং আমরা এই আসনে জয়লাভ করতে চলেছি।' গোপাল বাবুর দাবির নেপথ্যে রয়েছে গত কয়েক বছরের ভোটের পরিসংখ্যান। তিনি জানান, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা এলাকায় বিজেপি উল্লেখযোগ্যভাবে বিজেপি এগিয়ে ছিল। ২০২১ বিধানসভা ও ২০২৪ লোকসভা বিগত নির্বাচনগুলোতেও এই অঞ্চলে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক সংহত হয়েছে এবং শাসকদলকে কড়া টক্কর দিয়ে লিড বজায় রেখেছে গেরুয়া শিবির। এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছেন।

## তারকেশ্বরে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** খোদ বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ভোটের মুখে উত্তপ্ত হুগলির তারকেশ্বর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারকেশ্বর থানার সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবিরের স্থানীয় নেতারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এবার তারকেশ্বরে বিজেপি দাঁড় করিয়েছে তরুণ সাংবাদিক সন্তু পানকে। কিছুদিন আগেই একেবারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন তিনি। তারকেশ্বরের গুড়েভাটায় একটি মিটিংয়ে গিয়েছিলেন সন্তু। অভিযোগ, 'সেখানে রাস্তার ধারে যখন মিটিং চলছিল, ঠিক সেই সময়েই তৃণমূল আশ্রিত বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী অতর্কিতে হামলা চালায়। বিজেপি কর্মীদের বেশ কয়েকটি গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর করা হয় সন্তুর গাড়িও।' খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটকও করা হয়েছে। এরই মধ্যে হামলার প্রতিবাদে, দোষীদের কড়া শাস্তির তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রতিবাদ আছড়ে পড়ে তারকেশ্বর থানার সামনে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন দলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা স্বপন সামন্ত। তাঁর দাবি, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও কর্মী বা সমর্থক জড়িত নয়। আসলে প্রচারের আলোয় আসার জন্য বিজেপি নিজেরাই নিজেদের উপর এই আক্রমণের নাটক সাজিয়েছে।'

## চুঁচুড়ার প্রার্থী দেবাংশুকে পাশে বসিয়ে রচনার জ্যোতিষের বাণী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** সাংবাদিক বৈঠকে রচনাকে দেখা যায় কমলা রঙের শাড়িতে। তা নিয়ে প্রশ্ন করতে রচনা বলেন, '২০২৬ রাহুর বছর। আজকের দিনটা শুভ দিন। ভালো কাজে আমরা এসেছি। যে কোনও সময় ভালো কাজে, শুভ কাজে চেষ্টা করবেন এই বছরে কালো রং এড়িয়ে যেতে। লাল আর অরেঞ্জ রঙের পোশাক পরুন। এ ছাড়া অন্য দিন অন্য কালার রয়েছে।' শুক্রবার চুঁচুড়া বিধানসভার সুগন্ধা এলাকায় সাংসদ কার্যালয়ে আসেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই রচনা তুলে ধরেন জ্যোতিষের বাণী। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজে পুণ্য স্নানে গিয়েছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে গেরুয়া পোশাকে দেখা গিয়েছিল। এরপরে ত্রিবেনী কুম্ভে সবুজ শাড়িতে তাঁকে দেখা যায়। সেই সময়েই তিনি বলেছিলেন, 'আমি কালার থেরাপি করি।' এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকেও সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে। তখনই উত্তর দেন রচনা। যদিও লাল ও কমলা রঙের সঙ্গে দু'টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের (সিপিএম ও বিজেপি) সম্পৃক্ততা রয়েছে। সেই বিষয়টি বোধহয় খেয়াল করেননি রচনা। পাশ থেকে হুগলি সংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলে ওঠেন, '২৬-এর নির্বাচনে কিন্তু লাল বা অরেঞ্জ কোনওটাই আসছে না।' কেন প্রার্থী বদল? বিষয়টি নিয়ে রচনা বলেন, 'আগের প্রার্থীকে যদি আমরা আবার আনতে চাই, তা হলে তাঁর ভালো ব্যবহার, মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভালবাসা প্রয়োজন। আইপ্যাক সমীক্ষা করে। এই জায়গায় যদি কেউ জয়ী হতে পারে, তা হলে পুরোনো প্রার্থীকে ফের টিকিট দেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত দলই নেয়।'

# বিশ্ব চড়ুই, ব্যাঙ দিবসে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার আবেদন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** শুক্রবার বিশ্ব চড়ুই ও ব্যাঙ দিবস উপলক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে চড়ুই পাখি ও ব্যাঙ বাঁচানোর আবেদন জানালেন পরিবেশবাদী শিল্পীরা। চড়ুই ও ব্যাঙ পরিবেশ বান্ধব ও কৃষি বান্ধব। তাই জল সমৃদ্ধ ও সবুজ ভারত গড়তে চড়ুই ও ব্যাঙ বাঁচানো দরকার। এই আবেদনে মুখর ছিল অনুষ্ঠানগুলি। শুক্রবার এক ব্যাতিক্রমী প্রচার দেখা গেল বাঁকুড়ায়। রাজনৈতিক দলগুলির ঢঙে পদযাত্রা, পথপ্রচার ও বাড়ি বাড়ি প্রচারে পরিবেশবাদীদের চড়ুই পাখি ও ব্যাঙ বাঁচানোর আবেদন জানাতে দেখা যায়। এই দিনটি এভাবেই পালন করতে দেখা যায় মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীদের। গানে গানে ও পথ নাটকে চড়াই ও ব্যাঙ বাঁচানোর আবেদন জানান তাঁরা। এই সংস্থার সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচির এক উল্লেখ যোগ্য দিন ২০ মার্চ। এই দিনটি বিশ্ব চড়ুই দিবস ও বিশ্ব ব্যাঙ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বাঁকুড়ার মানকানালি ও বেলিয়াতোড়, কলকাতার ঠাকুরপুকুর ইবনি হোমস এবং বোলপুরের প্রান্তিক এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দিনটি তাঁরা পালন করেন। নাটক-সহ পরিচালক একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সহকারি স্বস্তি চ্যাটার্জি বলেন, 'চড়ুই পরিবেশবান্ধব ও কৃষকবান্ধব পাখি। এরা ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়, আগাছার দানা খেয়েও কৃষকের উপকার করে। খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঙের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।'

---

**এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল : sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

**স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া,** নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৩.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সঞ্জয় বৈদ্য, ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, উত্তরায়ণ, হোল্ডিং নং ২৫৯, গীতাঞ্জলি পার্ক, বোরাল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৪** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,১২,৮৩৩ টাকা (সাত লাখ বারো হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) ১৩.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১৩.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিটক বকেয়া **৭,১২,৮৩৩ টাকা (সাত লাখ বারো হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) এবং ১৩.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী, ব্যয় ইত্যাদি সহ।**

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী সঞ্জয় বৈদ্য।**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩এ, পূর্ব দিকে চতুর্থতলে, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক স্টাডি রুম, এক লবি, দুই বারান্দা, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৫ বর্গফুট কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অংশত জি-৩ তলা ভবনে বর্তমানে পরিচিত উত্তরায়ণ নামে অবস্থিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬ কাঠা , আরএস দাগ নং ৬৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫১, জেএল নং ৬১, তৌজি নং ১৪২, মৌজা- বোরাল, থানা : সোনারপুর, হোল্ডিং নং ২৫৯, গীতাঞ্জলি পার্ক সাব রেজিস্ট্রি অফিস রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন, সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩০, পৃষ্ঠা ৪৮৪৯ থেকে ৪৮৮১। দলিল নং ০৮৯১০-২০১০ সালের, ডিএসআর -৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

---

**এসবিআই টি. সি. রোড শাখা (০১৮০১)**
৪৩, টি. সি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ই-মেইল : sbi.01801@sbi.co.in

**লকার ভেঙে খোলা**

আমাদের নিজ নিজ শাখার নিম্নোক্ত লকার ভাড়াগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা লকারের ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, শাখা কর্তৃক লকারগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদ্বারা আপনাদেরকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনাদের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক ইজারা চুক্তির বিধান প্রয়োগ করবে এবং ভাড়াগ্রহীতার সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও ব্যয়ে লকারটি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

| ক্রম নং | শাখার নাম ও কোড | নাম | লকার আইডি | মোট বকেয়া জরিমানা এবং জিএসটি বহির্ভূত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | ললিতা গুপ্ত | সি২/১৩৩ | ৪৮০০০ |
| ২. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | মালা গুহ | সি২/১৪৩ | ৪২০০০ |
| ৩. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | সুখেন্দু মজুমদার | সি৩/৪৮ | ৪২০০০ |
| ৪. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | রেখা রায়চৌধুরী | সি৩/৩৫ | ৪২০০০ |
| ৫. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | সান্তনু চক্রবর্তী | সি৩/৪৭ | ৪২০০০ |
| ৬. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী | সি৩/১৯ | ৪২০০০ |
| ৭. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | প্রেমলতা পাটনি | সি২/১৬৪ | ১৬০০০ |
| ৮. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | তিমির বরণ ব্যানার্জি | সি১/১০ | ৫০০০০ |
| ৯. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | কৃষ্ণা রায় | সি২/১২৩ | ৪৪০০০ |
| ১০. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | জয়ন্তী বিশ্বাস | সি১/১১ | ৪২০০০ |
| ১১. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | শঙ্কু ব্যানার্জী | সি১/৬৭ | ৪২০০০ |
| ১২. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | কুলভূষণ আহুজা | সি২/১০২ | ৪২০০০ |
| ১৩. | টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০১৮০১) | জগদীশ তিওয়ারি | সি৪/১১২ | ৮৪০০০ |

তারিখ : ২১.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**IDBI BANK**
**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট**
**(CIN) L65190MH2004GOI114883844**
**শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪**

**দাবি নোটিশ**

**আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক সহায়তা ১. তন্ময় হাইত (ঋণগ্রহীতা) (এ/সি নং ০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৫০, ০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৪৩, ০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৮৩ এবং ০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৯০) খেলাপি - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিশ**

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত "উক্ত ঋণগ্রহীতা") নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

| ১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম<br>২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার | ১) দাবি নোটিশের তারিখ<br>২) এনপিএ তারিখ<br>৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ<br>৪) সাঁটার তারিখ | সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|
| তন্ময় হাইত (ঋণগ্রহীতা) ,<br>২.<br>০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৫০,<br>০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৪৩,<br>০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৮৩<br>এবং<br>০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৯০ | ১) ০৭.০১.২০২৬<br>২) ০৮.১১.২০২৫<br>৩) এ/সি ০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৫০, ০৮৭৯৬৭৫১০০০০২৯৪৩, ০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৮৩ এবং ০৮৭৯৬৭৫১০০০০৩৪৯০<br>**৩৬,২৫,৮৩০.১৩ টাকা** ১১.১০.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ১০.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ | দলিল নং ১-০৫১০০২৩৬৫ তারিখ ৩০.১২.২০২০।<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ ২.৯০ শতক তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা -গাজা, জেএল নং ০৭, আরএস দাগ নং ৩৩৫৪, এলআর দাগ নং ১৫১৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭৭, গ্রাম-গাজা, থানা : উদয়নারায়ণপুর, জেলা-হাওড়া, চৌহদ্দি : পূর্বে : সঞ্জীব দে এর ভবন। পশ্চিমে : কালী মন্দির রোড। উত্তরে : রাধানাথ হাইত এর ভবন। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ। তদস্থিত সকল একতলা নির্মাণ এবং সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। |

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ : ২১.০৩.২০২৬ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

---

**কিরণ ব্যাপার লিমিটেড**
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২ ফোন: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮,
ইমেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

**কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ভৌত শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে বিক্রি বা ক্রয় করা ভৌত শেয়ারগুলির হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট") সহজতর করার জন্য ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭-এ শেষ হওয়া এক বছরের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই সুবিধাটি ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিল করা সেইসব হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেগুলি নথিপত্রের ঘাটতি, পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা প্রক্রিয়া করা হয়নি। সফল যাচাইকরণের পর, এই ধরনের শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে হস্তান্তর করা হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এবং **contact@mdplcorporate.com** ইমেল আইডিতে তাদের অনুরোধ জমা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬

---

**দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল : periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

**দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড-এর ভৌত শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে বিক্রি বা ক্রয় করা ভৌত শেয়ারগুলির হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট") সহজতর করার জন্য ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭-এ শেষ হওয়া এক বছরের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই সুবিধাটি সেইসব হস্তান্তর দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যা ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিন্তু নথিপত্রের ঘাটতি, পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা প্রক্রিয়া করা হয়নি। সফল যাচাইকরণের পর, এই ধরনের শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে হস্তান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে "সূর্য", ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সৌরিপালায়ম রোড, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু ঠিকানায়, অথবা **coimbatore@in.mpms.mufg.com** ইমেইলে তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬

---

**ফর্ম বি**
**সাধারণ ঘোষণা**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
**বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| নং | বিবরণাদি | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | **বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেডে** |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ | ১৯.০২.২০১৪ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত | আরওসি কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং | U45400WB2014PTC200347 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি কিছু থাকে) | ১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত - ৭০০১৪০ |
| ৬. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ | ১৫.০৩.২০২৬ |
| ৭. | কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ | ১৬.০৩.২০২৬ (লিকুইডেটর কর্তৃক নির্দেশ গৃহীত হয়েছে ১৮.০৩.২০২৬ তারিখে) |
| ৮. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | নাম - শ্রী প্রতীম বয়াল<br>আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213 /2018-2019/12385 |
| ৯. | বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২০ ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com |
| ১০. | লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল | ঠিকানা রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২০ ইমেল আইডি : bbtelevatedroad@gmail.com |
| ১১. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ১৭.০৪.২০২৬ |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **বিবিটি এলিভেটেড রোডস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **১৬.০৩.২০২৬**। যাইহোক, অর্ডার লিকুইডেটর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে **১৮.০৩.২০২৬** তারিখে।
বিবিটি এলিভেটেড রোডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৭.০৪.২০২৬** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ এবং স্থান : ২১.০৩.২০২৬, কলকাতা
স্বা/-
প্রতীম বয়াল
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
রেজি. ঠিকানা : ঠিকানা রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, মিন্টো পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২০ ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com/bbtelevatedroad@gmail.com

---

**এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)**
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু

**স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া,** নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৩.০১.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মনোজ মুখার্জি, পিতা পঙ্কজ মুখার্জি, ৫৯বি, কে জি বোস সরণি সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৮৫ এবং ফ্ল্যাট নং জি/বি, ১ম তল, মাধবী ম্যানসন, ১৮ সরোজিনি পল্লী বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৬** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪২,৮৪,৮৫৬.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ চুরাশি হাজার আটশ ছাপান্ন টাকা) ০৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিটক বকেয়া **৪২,৮৪,৮৫৬.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ চুরাশি হাজার আটশ ছাপান্ন টাকা) ০৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

**স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলসের মেঝে যুক্ত ফ্ল্যাট নং জি/বি, একতলায় উত্তর-পূর্ব -পশ্চিম দিকে, পরিমাপ ১০০১ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ২ বেড রুম, ১ ব্যালকনি উক্ত বহুতল (জি-৩) ভবনে পরিচিত মাধবী ম্যানসন, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৮, এন ডি পি -১, সরোজিনী পল্লি,ওয়ার্ড নং ৫, বারাসত পুরসভা, থানা : বারাসত, এডিএসআরও কদম্বগাছি, কলকাতা ৭০০১২৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত যথাযথ অংশ জমি সম্পত্তির সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা, ব্যয় ইত্যাদির দায় সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট বাস্তু জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা কমবেশি মোট জমি পরিমাপ ৫ কাঠা ৮ ছটাক থেকে স্কিম প্ল্যান প্লট নং ৭, এবং বহুতল ভবন সহ পরিচিত মাধবী ম্যানসন, অবস্থিত মৌজা -নোয়াপাড়া, জেএল নং ৮৩, আরএস নং ১৩৭, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা-আনোয়ারপুর, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ৫৮১২, সিএস দাগ নং ১১১৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৭৯/২৬২৩, স্থানীয় বারাসত পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ১৮, এন ডি পি ১ সরোজিনী পল্লি, ওয়ার্ড নং ৫, থানা -বারাসত, এডিএসআরও কদম্বগাছি,কলকাতা - ৭০০১২৬, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৩৭০৫ থেকে ১৩৭৩৭, **দলিল নং ১৯০৩০০৪৩১- ২০২৫ সালের।** সম্পত্তি **শ্রী মনোজ মুখার্জি,** পিতা পঙ্কজ মুখার্জির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অভিক বসু এবং আশু মন্ডলের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সরোজিনী পল্লি রোড, পূর্বে : উমাপদ চ্যাটার্জি এবং সঞ্জয় চ্যাটার্জি এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : জমির মালিক পল্লব শঙ্কর রায়ের অবশিষ্ট জমি এবং ভবন।

তারিখ : ২০.০৩.২০২৬
স্থান : রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

### প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ, দ্বন্দ্ব

# পূঃ বর্ধমানে সাফাই জেলা সভাপতির



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** খণ্ডঘোষে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাটোয়ায় সভা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার ১৬টি আসনেই মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যায়ক্রমে প্রচারে আসবেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাপতি তৃণমূলের রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলের অভ্যন্তরে যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে, তা নিয়ে মুখ খুললেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা ও তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমানের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দলের অবস্থান পরিষ্কার করেন। যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক কারণেই রদবদল।'

রবিবাবু জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলার যে ৬ জন বিধায়ককে এবার মনোনয়ন দেওয়া হয়নি, তার পেছনে কোনো ব্যক্তিগত কারণ নেই। তিনি বলেন, 'দলের সর্বভারতীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছেন যে, যাদের এবার প্রার্থী করা সম্ভব হয়নি, তাদের দলের অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো হবে। তাঁরা কেউই দলের কাছে ব্রাত্য নন।' পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের আই-প্যাকের বিরুদ্ধে তোলা ২০ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন রবি বাবু তিনি বলেন, 'তপন বাবু দলের অত্যন্ত পুরনো এবং লড়াকু কর্মী। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। দলের পক্ষ থেকে তাঁর এই অভিযোগের তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে। আই-প্যাক বা অন্য কেউ টাকা চেয়েছে এই দাবি সঠিক নয়। এর আগেও তিনি যখন মনোনয়ন পেয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে পাননি।'

মন্তেশ্বর এবং খণ্ডঘোষের মতো এলাকায় দলের ভেতরে যে সামান্য অস্থিরতা বা দ্বন্দ্বের খবর পাওয়া যাচ্ছিল, সে বিষয়েও তিনি আশ্বস্ত করেন। প্রাক্তন বিধায়কদের নিরাপত্তা রক্ষী তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন যে, 'এটি নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে। যারা এবার টিকিট পাননি, তাদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ম মেনেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।' দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠলেও রবীন্দ্রনাথ বাবু তাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের মতো একটি বড় গণতান্ত্রিক দলে মাঝেমধ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে শেষ পর্যন্ত সবাই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ চেয়ে একসাথেই লড়াই করবেন।' জেলার ১৬টি আসনেই মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যায়ক্রমে প্রচারে আসবেন বলে তিনি জানান।

## গঙ্গার পুণ্য স্নান করে পরিবর্তনের ডাক বিজেপি প্রার্থী শিশির ঘোষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার সকালে কাটোয়ার বাজারের ঘাটে গঙ্গায় পুণ্য স্নান করে ভোট প্রচার শুরু করেন মঙ্গলকোটের বিজেপি প্রার্থী শিশির ঘোষ। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরদিনই এই ধর্মীয় আচার পালনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। স্নান শেষে নিজের গ্রামে শিব মন্দিরে পুজো দেন শিশির ঘোষ। এরপর কেচোরার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সেখান থেকেই শুরু করেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি। প্রচার শুরুর দিনেই তিনি স্পষ্ট করে দেন, মঙ্গলকোটে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মূল ইস্যু হবে 'সন্ত্রাস' ও 'দুর্নীতি'। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই দুই বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে এবং সেই ক্ষোভই এবারের নির্বাচনে পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে। তিনি বলেন, '২০১১ সালে যেমন মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছিল, তেমনই এবারও রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। মঙ্গলকোটেও বিজেপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।' গত নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খুব অল্প ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। মাত্র প্রায় ১১ হাজার ভোটের ব্যবধান ছিল। বর্তমানে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর প্রায় ২০ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে। আমরা আশাবাদী, এবার সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে জয় আমাদের দিকেই আসবে।'

## 'ঝাড়ু ও ডান্ডা' হাতে ভোট রক্ষার হুঙ্কার দিয়ে ময়দানে মৌমিতা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বইছে উল্লাসের জোয়ার। প্রার্থী হিসেবে আইনজীবী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের নাম আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত মৌমিতা শুক্রবার সকাল থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েন নির্বাচনী লড়াইয়ে। মা সর্বমঙ্গলা ও বিরহাটা বড় মা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন। রাস্তার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র কড়া বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, 'মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি, জেতার বিষয়ে আমি ১০০ শতাংশ আশাবাদী। তবে শান্তিপূর্ণ ভোট করতে আমরা বদ্ধপরিকর। যদি কেউ ভোট লুটের চেষ্টা করে, তবে মনে রাখবেন আমাদের হাতে যেমন ঝাড়ু থাকবে, তেমনই প্রয়োজনে ডান্ডাও থাকবে। কোনো অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না।' জনসংযোগের সময় এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন মৌমিতা। তিনি জানান, প্রচারের সময় একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের টোটো চালক নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং নিজের দুঃখের কথা জানান। প্রার্থীর দাবি, 'সংখ্যালঘু মানুষ বুঝে গেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের কেবল ব্যবহার করেছে। এবারের ভোটে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।' বিজেপি প্রার্থীর এই মেজাজ এবং জনসংযোগের কৌশল বর্ধমান দক্ষিণের লড়াইকে আরও জমজমাট করে তুলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## নির্বাচনের প্রাক্কালে কড়া নিরাপত্তা দুর্গাপুর শহর জুড়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** নির্বাচনকে সামনে রেখে দুর্গাপুর শহরে নিরাপত্তা জোরদার করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চালানো হচ্ছে কড়া নাকা চেকিং। স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। কোক ওভেন থানা এলাকার ডিভিসি মোড়, দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন পচা খাল এলাকা এবং দুর্গাপুর থানা এলাকার সবুজ নগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। চারচাকা গাড়ি থামিয়ে ডিকি খুলে খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। পাশাপাশি চালক ও যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের নাকা চেকিং আরও জোরদার করা হবে।

## অচেনা বামদুর্গে তৃণমূলি চ্যালেঞ্জ ক্ষিতি কন্যার



**নিজস্ব প্রতিবেদনন, পূর্বস্থলী:** তৃণমূলের প্রার্থী হলেও, সিপিএমকে কোনো ভাবেই প্রাধান্য দিচ্ছেন না। তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দেখা করতে এসে এমনটাই জানান, পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর বসুন্ধরা গোস্বামী। তিনি বলেন, 'সিপিআইএমকে বিজেপির সাথে তুলনা করেছি? হ্যাঁ, আমি তো মনেই করি সিপিআইএমে ওরা সংগঠনটা যেভাবে চালায়, বিজেপির ভেতরেও একইরকম ভাবে সংগঠন চলে। দুটোই খুব রেজিমেন্টেড পার্টি এবং আমি এটা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে মানুষকে ওইরকম রেজিমেন্টে বেঁধে ফেলা যায়। এত চেঞ্জ আসছে ভারতবর্ষের ওপর, সেখানে এরকম রেজিমেনটেশনের মধ্যে বেঁধে রেখে দলতন্ত্র চালানো হচ্ছে। দুটো পার্টির ভেতরে দলতন্ত্রটা একইরকম। পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব সেন্ট্রালাইজড। সেখানে তৃণমূল কিন্তু অনেক বেশি ফোরাম টাইপ। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধি এর মধ্যে এসেছে। অনেক বেশি খোলা হাওয়া আছে। অনেক এমএলএ বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, পক্ষে কথা বলতে পারেন, অনেক ধরনের মতামত আছে।' পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কলকাতার বাসিন্দা বসুন্ধরা গোস্বামী পূর্ব বর্ধমানের মাটিতে পা দিয়েই কাটোয়া এসে জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন। এদিন বসুন্ধরা গোস্বামী আরও বলেন, কর্পোরেশনের নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচুর ফারাক। বামপন্থী ঘরানার কন্যা বসুন্ধরা গোস্বামী বাবা ক্ষিতি গোস্বামীকে বহুবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে দেখেছেন। পারবারিক সেই অভিজ্ঞতা কিছুটা কাজে দেবে বলে মনে করেন তৃণমূল প্রার্থী। দলনেত্রী পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে বসুন্ধরা গোস্বামীকে ভরসা করলেও বসুন্ধরা পূর্বস্থলীর ভূগোল,ইতিহাস ও সংস্কৃতির এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বিজেপিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে এলাকার মানুষের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ার ডাক দিয়ে ভোট চাইবেন বলে জানান পেশায় মনোবিজ্ঞানী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী।

## খণ্ডঘোষে জনসমর্থনে আশাবাদী নবীনচন্দ্র বাগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ:** পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগ। খণ্ডঘোষ গ্রামের মাঠের মা ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের সূচনা করেন। প্রচারের প্রথম দিনেই আলিপুর, কৈশোর, নূরপুর ও ডাঙ্গাপাড়া সহ একাধিক গ্রাম ঘুরে জনসংযোগ করেন তিনি। প্রার্থীর দাবি, সর্বত্রই সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ও সমর্থন চোখে পড়েছে। বাড়ির সামনে এসে মানুষজন মালা পরিয়ে, আশীর্বাদ করে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। নবীন চন্দ্র বাগ বলেন, 'আমরা শুধু নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছরই মানুষের পাশে থাকি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু হল। মানুষের ভালোবাসা আমাদের শক্তি।' তিনি আরও দাবি করেন, এলাকার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাদের সমর্থন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বিভেদকামী শক্তি কখনোই পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে পারবে না। খণ্ডঘোষে বিরোধীদের কোনো জায়গা নেই, এটা মানুষই বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

## প্রাক্তন বাম বিধায়কের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ কুলটির বিজেপি প্রার্থীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বাম আমলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল কুলটি বিধানসভার টানা তিন বারের প্রাক্তন বিধায়ক মানিক লাল আচার্য্যর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন কুলটির বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অজয় পোদ্দার। উল্লেখ্য মানিক আচার্যর হাত ধরে রাজনীতিতে উত্থান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের। পরে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের যোগদান করেন। এবং অতীতে বিধায়ক হন। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। দল এবার কুলটিতে বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করেছে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই তথা আসানসোল পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটককে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। অজয় কুমার পোদ্দার জানিয়েছেন, 'মানিক লাল আচার্য্য দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিবিদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক। আজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হল। সাথে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সম্বর্ধনা এবং আশীর্বাদ নিলেন। ডাক্তার অজয় পোদ্দারের বক্তব্য, 'এইরকম রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়া ব্যক্তিদের পুনরায় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে পারলে সাধারণ মানুষের উপকার হবে।'



### এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম | স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ | নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **শ্রী বিনীত কুমার** পিতা রাজ পাল, **নিবাস ১)** বি-১৭০,গৌতম বুদ্ধ নগর, ইনকাম ট্যাক্স অফিসের নিকট, সেক্টর -২২, নয়ডা, পিন - ২০১৩০১। **ঠিকানা ২)** কাব্য ফেজ-২, অ্যাপা নং ৩ই, ৪র্থতল, ব্লক -জি, রেকজোয়ানি, রাজারহাট, কলকাতা- ৭০০১৩৫, **নিবাস ৩)** বি-২৫৮ কল্যাণ কুঞ্জ, সেক্টর-৪৯, পিন - ২০১৩০১। **ঠিকানা ৪)** আইকোর ইন্ডিয়া সার্ভিসেস প্রা লি., ইএমপি আইডি ০০৫২৯৪, এ, ১৫৪/এ, সেক্টর ৬৩, পিন - ২০১৩০১। **হোম লোন এ/সি নং - ৪৪১৭২১৯০১২২ এবং সুরক্ষা এ/সি নং - ৪৪১৭২১৯০৯৬১। শাখা : এসবিআই পিবিবি নিউ টাউন কোড (১৪৫৩২)** | অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩ই, ব্লক -জি, ৪র্থতলে, টাইলস মেঝে বিক্রয়যোগ্য এরিয়া ৮২৫ বর্গফুট কমবেশি , কার্পেট এরিয়া ৫৩৩.৪৬ বর্গফুট কমবেশি , কাব্য ফেজ ২ প্রকল্পে ইতিমধ্যেই নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক এরিয়া কমবেশি ৭৯ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৪৭ কাঠা ১০ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি (জমির এরিয়া প্রকৃত পরিমাপ ৭৮.৭৯ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৪৭ কাঠা ১০ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি সমপরিমাপ ৩১৮৮.৫৯১ বর্গ মিটার কমবেশি) আরএস/এলআর দাগ নং ১২৪৮,১২৪৯, ১২৫০ এবং ১২৫২, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৫৫২৪, ৫৫২৫, ৫৫২৬, ৫৫২৭, ৫৫২৮, ৫৫৩৩, ৫৫৩৪, ৫৫৩৫, ৫৫৩৬, ৫৫৩৭, ৫৫৭৯ এবং ৫৫৮০, মৌজা -রেকজোয়ানি, জেএল নং ১৩, থানা : রাজারহাট, রাজারহাট -বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর রাজারহাট নিউ টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৫। ১ (এক) কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গ ফুট কমবেশি একতলায় বসবাসের প্রকল্প নাম কাব্য ফেজ ২, এবং জমির ভাগ অংশ উক্ত ভবন, সংশ্লিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা ব্যবহার এর অধিকার, উক্ত ভবন উক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা সমন্বিত। **স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৫৭৭১৭-১৫৭৭৬৩ দলিল নং ১৯০১০৪৯৫৪-২০২৫ সালের। সম্পত্তি শ্রী বিনীত কুমার পিতা রাজ পাল এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ১২৫২, ১২৪৭ এবং ২০ ফুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে** : জমি আরএস দাগ নং ১২৬৮ (অংশ)। **পূর্বে** : জমি আরএস দাগ নং ১২৬৮ (অংশ)। **পশ্চিমে** : জমি আরএস দাগ নং ১২৫২। | ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১২.০৩.২০২৬ এনপিএ তারিখ ১০.০৩.২০২৬ | **হোম লোন এ/সি নং ৪৪১৭২১৯০১২২ এবং সুরক্ষা এ/সি নং ৪৪১৭২১৯০৯৬১ ৪৫,৩২,৮১৪.০০ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লাখ বত্রিশ হাজার আটশ চোদ্দ টাকা) **১২.০৩.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। |
| ২ | **শ্রীমতি উপমা দত্ত, স্বামী সৌনক দত্ত, ঠিকানা ১)** তিলোত্তমা অ্যাপার্টমেন্ট, বনমালিপুর, ইস্ট রোড, বারাসত, পিন - ৭০০১২৪। **ঠিকানা ২)** মেসার্স পুষ্পক প্রিন্ট, ৫/৩ নবাব দিলারজঙ্গ রোড কাশীপুর কল-৭০০০০২। **ঠিকানা ৩)** ম্যাঙ্গোলিয়া এমপায়ার , ইউনিট নং ৩এ, ৪র্থতল, ব্লক -১, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০১১০। **হোম লোন এ/সি নং - ৪০৮৫৪১২৭৪৭২ এবং সুরক্ষা এ/সি নং ৪০৮৫৫৮৮৩৫৯৬, শাখা : এসবিআই নিউ টাউন টার্মিনাস বিল্ডিং কোড (১৪৫২৮)** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩এ, চতুর্থতলে, পরিমাপ কার্পেট এরিয়া ৭৪৪ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপ বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৬ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৪১ বর্গফুট কমবেশি , ব্লক ১, রেসিডেন্সিয়াল হাউসিং কমপ্লেক্স/প্রোজেক্ট নাম অ্যাঙ্গোলিয়া এমপায়ার, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগ অংশ অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ জমির চাতালের ভবনে ফ্ল্যাট নির্মিত, অংশ তপশিল সম্পত্তি সকলের ব্যবহারের জায়গা সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট ভবন/প্রোজেক্ট/তপশিলের সম্পত্তিতে এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি বসবাসের হাউসিং কমপ্লেক্স, প্রোজেক্ট, নাম ম্যাঙ্গোলিয়া এমপায়ার, । উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ ১৬০.০৬৫ কাঠা, কমবেশি আরএস দাগ নং ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ১৯৫, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০২/৭০৫, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৫/৭৭৮, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ২৯২, ১১, ০৯, ২৯২, ২৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২৫২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২৩৪১, ২৩৪০, ২৩৫৩, ২৩৩৯, ২৩৩৪, ২৩৩৮, ২৩৩১, ২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, ২৩৩৩, ২৩৩২, ২৩১৭, ২৭২১,২৭২০, ২৩৫৩, ২৮৮১, ২৩৪২, ২৩৫১, ২৩৪৩, ২৩৪৪, ২৩৪৬, ২৩৪৫, ২৩৫২, ২৩৫০, ২৩১১, ২৩৪৯, ২৩৪৮, মৌজা - তালবান্দা, জেএল নং ২৮, পরগনা- কালিকাতা, থানা : নিউ বারাকপুর (পূর্বতন ঘোলা এবং পরে খড়দহ), বিলকান্দা নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সাব রেজিস্ট্রেশন জেলা সোদপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৬, পৃষ্ঠা ৮৮২২ থেকে ৮৮৫৮, দলিল নং ১৯০৩১১৪২৮-২০২৫ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি উপমা দত্ত স্বামী সৌনক দত্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** এলআর দাগ নং ৮৮, ৭৭৪ এবং ৭৭৭। **দক্ষিণে** : সোদপুর রোড। **পূর্বে** : এলআর দাগ নং ১৮৩ এবং ৬৮০। **পশ্চিমে** : এলআর দাগ নং ৮১, ২১০ এবং ২১১। | ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ এনপিএ তারিখ ০৯.০৩.২০২৬ | **হোম লোন এ/সি নং ৪০৮৫৪১২৭৪৭২ এবং সুরক্ষা এ/সি নং ৪০৮৫৫৮৮৩৫৯৬ ৩৭,৫৫,০২৪.০০ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার চব্বিশ টাকা) **১৭.০৩.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। |

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

তারিখ : ২১.০৩.২০২৬
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া





### অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

**দাবি নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা ঋণ সুবিধার আসল এবং সুদের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত ঋণগুলি বর্তমানে 'অনাদায়ী সম্পদ' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ (২) ধারা অনুযায়ী তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু উক্ত নোটিশগুলি বিলি করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের উক্ত বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

| ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা | যে সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ | ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-র তারিখ (যে তারিখ থেকে কার্যকর) | বকেয়া স্থিতি (দাবিকৃত) টাকায় | মঞ্জুরীকৃত লোন |
|---|---|---|---|---|
| **১) মেসার্স বাস ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড** হোল্ডিং প্রিমিসেস নং ৯৮ ২৬৭, ৮ নং বস্তি, পোঃ- সান্তা, ওয়ার্ড নং ৭৫, কালী মন্দিরের কাছে, বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩২৫ **২) শ্রী বিমল কুমার সিং (ডিরেক্টর)** পিতা- প্রয়াত হরি মোহন সিং, ৮ নং বস্তি, লক্ষ্মী মেডিকেল স্টোরের কাছে, পোঃ- সান্তা, আসানসোল, বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫। **৩) শ্রী সুব্রত দাস (ডিরেক্টর)** পিতা- সুধীর চন্দ্র দাস, হাউস নং ৩১৭ (১২৮/১), বিদ্যাসাগর সরণি স্ট্রিট নং ৪, ওয়েস্ট এন্ড, আসানসোল, আসানসোল (মিউ. কর্পো.), বর্ধমান, পিন ৭১৩৩০৪। | জেলা : বর্ধমান, থানা : হীরাপুর, সাব ডিভিশন এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, মৌজা- সান্তা, আসানসোল পৌর সংস্থা, সিএস খতিযান নং ৫৮৪, সিএস প্লট নং ৩২৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৭৫, আরএস প্লট নং ৫০০, তৌজি নং ১৯, জেএল নং ২০, পরিমাপ ৮ শতক বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ , ২ রুম, এক বারান্দা, টালির ছাদ ঢাকা এরিয়া ২০০ বর্গফুট সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার ব্যবহারের ইত্যাদি চৌহদ্দি : উত্তরে : রাধানগর রোড। দক্ষিণে : ইসকো, বার্নপুর এর জমি । পূর্বে : বংশীধর গায়েন এর জমি। পশ্চিমে : ভূষণ মাজি এবং অন্যান্যর জমি। হোল্ডিং নং ৯৮/২৬৭, এএমসি এর ওয়ার্ড নং ৪৮। সম্পত্তি বিমল কুমার সিং এর নামে। | **ক) ০১-১১-২০২৫ খ) ২৯.০৯.২০২৫** | লোন অ্যাকাউন্ট নং ******৫৪৮৪ -এর অধীনে ০৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৭৯,১৪,৫৭৬.০০ টাকা** মাত্র (এই পরিমাণে ০৫.০৯.২০২৫ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৯৫,০০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স রেডিয়েন্ট অ্যাগ্রোউড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** ১৭, বুড়োশিবতলা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮। **এছাড়াও-** ১৫৮/২০, বেলিলিয়াস রোড, কদমতলা, হাওড়া - ৭১১১০১ **২) শ্রীমতী তৃপ্তি জৈন (ডিরেক্টর),** পিতা- মহেন্দ্র রাজ মেহতা পি-৪০১, ব্লক জি, হুমায়ুন কবির সরণি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ **৩) শ্রী তাপস কুমার রায়,** পিতা- যোগেন্দ্র কুমার রায় কোরাচণ্ডীগড়, কোরা গ্রিন পার্ক, মধ্যমগ্রাম (পৌরসভা), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩০ **৪) শ্রী প্রসাদ চাঁদ জৈন,** পিতা- দানমল জৈন ভবানীপুর, ৭৩, রাজ শেখর বসু সরণি, (বকুল বাগান রোড), ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫ **৫) শ্রী দিনেশ কুমার জৈন,** পিতা- দানমল জৈন পি-৪০১, ব্লক জি, হুমায়ুন কবির সরণি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ **৬) শ্রী রৌনক জৈন,** পিতা- দিনেশ কুমার জৈন, পি-৪০১, ব্লক জি, হুমায়ুন কবির সরণি, বি.পি. পোদ্দার হাসপাতাল, নিউ আলিপুর এস.ও., কলকাতা - ৭০০০৫৩। **৭) শ্রীমতী করুণা জৈন,** স্বামী- প্রসাদ চাঁদ জৈন ৭৩, রাজ শেখর বসু সরণি, ভবানীপুর, (বকুল বাগান রোড), সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৫। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২০০০ বর্গফুট অবস্থিত প্লট নং ৩৫৫এ এবং ৩৫৫বি, পাওতা রোড, লদীনগর, গ্রাম- যোধপুর, রাজস্থান, প্লটের চৌহদ্দি পি এন ৩৫৫এ, লদীনগর, পাওতা রোড, অধীন: উত্তরে : রাস্তা ৬০ ফুট। দক্ষিণে : পিএন ৩৫৫ সি- শ্রী বেহরু দান এর। পূর্বে : পিএন ৩৫৫ বি। পশ্চিমে : পিএন ৩৫৬ চৌহদ্দি প্লট পিএন ৩৫৫বি অধীন, লদীনগর, পাওতা রোড। উত্তরে : রাস্তা ৬০ ফুট, দক্ষিণে : শ্রী বেহরু দান এর পিএন ৩৫৫সি। পূর্বে : রাস্তা ৩০ ফুট। পশ্চিমে : পিএন ৩৫৫ এ এবং পিএন ৩৫৬। উক্ত সম্পত্তি প্রসন চাঁদ জৈন এর নামে। | **ক) ১৩-১১-২০২৫ খ) ২৭.১০.২০২৫** | লোন অ্যাকাউন্ট নং *******১০৭১-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৪৭,০৪,৮৭৫.০১ টাকা** মাত্র। | ৫০,০০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স এপিট্যাক্সি** ২ নং কাপাসডাঙ্গা, পোঃ- হুগলি, থানা- চুঁচুড়া, হুগলি, পিন - ৭১২১০৩ **২) শ্রী আশুতোষ দে (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- যাদব চন্দ্র দে সংহতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৭১/১৫ জি টি রোড, শ্রীবাসনগর, চুঁচুড়া, হুগলি, পিন - ৭১২১০৩ **৩) শ্রী পরিতোষ দে (জামিনদার)** পিতা- যাদব চন্দ্র দে ২ নং কাপাসডাঙ্গা, পোঃ- হুগলি, থানা- চুঁচুড়া, হুগলি, পিন - ৭১২১০৩। **উভয় ঠিকানার ব্যক্তিগণ এখানেও বসবাস করেন-** মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫৬২/২৭৪/২২৮, মৌজা- কাপাসডাঙ্গা, জেলা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- হুগলি, থানা- চুঁচুড়া, হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৮, পিন - ৭১২১০৩। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা অবস্থিত জেলা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস-হুগলি, থানা : চুঁচুড়া, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ২৭৪/২২৮, (পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৬২/২৭৪/২২৮) জেএল নং ১০, মৌজা- কাপাসডাঙ্গা, সাবেক খতিয়ান নং ৬০৫, হাল খতিয়ান নং ৫৮৩, (এলআর খতিয়ান নং ২১৯৩) সাবেক দাগ নং ৪৫৫, হাল দাগ নং ১০৮৩, তদস্থিত ভবন নির্মাণ উক্ত প্লট জমিতে। সম্পত্তি পরিতোষ দে এর নামে। | **ক) ২৭-০১-২০২৬ খ) ০২.১১.২০২৫** | লোন অ্যাকাউন্ট নং ******৬২৮৮ -এর অধীনে ০৫.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৩২,৬৭,৩১৬.৬১ টাকা** মাত্র (এই পরিমাণে ০৫.১০.২০২৫ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৩৩,০০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স সোনা চিকেন** হোল্ডিংস/প্রিমিসেস নং ১০২/৭৭ গৌড়বঙ্গ রোড, দক্ষিণ হাবড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, দক্ষিণ হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩ **২) শ্রী অনুপ রায় (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- মানিক রায় হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩.৩ শতক অবস্থিত মৌজা- হাবড়া, জেএল নং ৭২, আরএস নং ৩১৩, তৌজি নং ৪৪২, বর্তমানে ১৪, দাগ নং ১৪১১, এলআর দাগ নং ২৮৩৮, খতিয়ান নং ২৯৫, স্থানীয় হাবড়া পুরসভা অধীন , হোল্ডিং নং ১২৮/১১৯, ওয়ার্ড নং ১৩, সিবি বাই লেন-২, থানা হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে দাগ নং ১৪১৪। দক্ষিণে : মিন্টু কর্মকার এর সম্পত্তি। পূর্বে: সঞ্জিত মন্ডল এর সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : প্রমোদ বসু এর সম্পত্তি। সম্পত্তি শ্রী অনুপ রায় এর নামে। | **ক) ২৯-১২-২০২৫ খ) ২৯.০৯.২০২৫** | লোন অ্যাকাউন্ট নং ******০১০৭ -এর অধীনে ০৩.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৩২,০৬,৫৪৩.৩০ টাকা** (বত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) (এই পরিমাণে ০৫.০৯.২০২৫ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৩২,০০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স সেফ ওয়াটার এন্টারপ্রাইজেস** ১১৩, নিউ কলোনি, পোঃ- পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪। **এছাড়াও-** ৫০ দক্ষিণ স্টেশন রোড, ৪ ফ্লোর, আগরপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০৯ **২) শ্রী জয়দীপ দাশগুপ্ত (পার্টনার)** পিতা- প্রিয়তোষ দাশগুপ্ত, ভবতারিণী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩জি-এইচ, ৩ ফ্লোর, ৫৬ উত্তর স্টেশন রোড, পিন - ৭০০১০৯ **৩) শ্রী অনিল কুমার রায় (পার্টনার)** পিতা- প্রয়াত লাল মোহন রায়, ১১৩, নিউ কলোনি, পোঃ- পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪ **৪) শ্রীমতী রুমা দাশগুপ্ত** স্বামী- জয়দীপ দাশগুপ্ত, উত্তর স্টেশন রোড বাই লেন, পানিহাটি (পৌরসভা), আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১০৯। | **সম্পত্তি নং ১ তপশিল "এ", উক্ত উল্লেখ্য (সমুদয় সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমি শ্রেণি বাস্তু হিসেবে রায়ত দখল অধিকার পরিমাপ কমবেশি (২ কাঠা হোল্ডিং নং ৫০ এবং ২ কাঠা হোল্ডিং নং ৫১) সমান পরিমাণ ৪ কাঠা আরএস দাগ নং ৬০৬, জানিদারি খতিয়ান নং ৫, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৬, মৌজা - তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১৭৮, এডিএসআরও সোদপুর, থানা: খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভা অধীন, সংযুক্ত রোল্ডিং নং ৫০ সাউথ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৮, বহুতল ভবন (জি-৪) সমন্বিত নির্মিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি। দক্ষিণে : ২৮ ফুট চওড়া সাউথ স্টেশন রোড। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **তপশিল "বি" উক্ত উল্লিখিত (ফ্ল্যাটের বিবরন)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর মুখী ঢাকা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫২ বর্গফুট (সংশ্লিষ্ট সার্ভিস এরিয়া সহ ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, ব্যালকনি মার্বেল মেঝে সহ বহুতল ভবনে (জি+৪) সংশ্লিষ্ট এ তপশিল অধীনে সম্পত্তি অর্ধ পুরু জয়েস্ট এবং সাধারণ পার্টিশন ওয়াল এবং সাধারণ সার্ভিস এরিয়া এবং সুবিধা সকল টেরেস , ওভারহেড, রিসার্ভয়ার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, প্লাম্বিং, স্টেল কেস, লিফট, ছাদ ভবনের, চলার পথ, সিউয়ার, ইত্যাদি অবিভক্ত সম্পত্তির তপশিল এ বর্ণিত মতে যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের জন্য সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ। সম্পত্তি রুমা দাস গুপ্ত এবং জয়দীপ দাশগুপ্ত এর নামে। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট কমবেশি এবং ১২০ ফুট টালির শেড অবস্থিত মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, এলওপি নং ১১৩, সিএস এবং আরএস প্লট নং ৬৬৪ (অংশ), ৮৮৫(অংশ), প্লট নং ১১৩/সি অধিক্ষেত্র এডিএসআর -সোদপুর, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১২, হোল্ডিং নং ১৫০(পুরানো) ১৮২ (নতুন), নিউ কলোনি, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তি অনিল কুমার রায় এর নামে। | **ক) ২৬.০৩.২০২৫ খ) ৩১.০৩.২০২৩** | লোন অ্যাকাউন্ট নং ******০৭৪৪ -এর অধীনে ১০.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **১৬,৪৮,২৪২.৪০ টাকা** মাত্র (এই পরিমাণে ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৩০,০০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স কলকাতা ঝাড়খণ্ড রোডলাইন্স ২) শ্রী সন্তোষ কুমার শর্মা (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- বিজয় কুমার শর্মা। উভয়েই এখানে বসবাস করেন- স্বরূপ নগর, লেন নং ৫, শঙ্খ ভিলা, ডানকুনি, হুগলি, পিন - ৭১২৩১১। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর মুখী ফ্ল্যাট নং ২০১ ৩য়তলে, ভবনের নাম শঙখ ভিলা, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৯২৭ বর্গফুট মার্বেল মেঝে, ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগ অংশ বা স্বার্থ জমির ভবনের অবস্থিত মৌজা- মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, তৌজি ১৭, পো এবং থানা - ডানকুনি, পিন - ৭১২৩১১, ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন (পূর্বতন ৯), স্বরূপ নগর লেন নং ৫, জেলা - হুগলি, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের অংশ ভোগ দখলের অধিকার সহ লিফট এবং সকলের ব্যবহারের অংশ উক্ত ভবনে অধিকার স্বার্থ সুবিধা এবং পরিষেবা ইতাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ। চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা প্রকল্প জমির। দক্ষিণে : খোলা স্পেস প্রকল্প জমির। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২০৪। পশ্চিমে : লিফট, সিঁড়ি এবং চাতাল এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট নং ২০২। সম্পত্তি সন্তোষ কুমার শর্মা। | **ক) ২৬.০৩.২০২৫ খ) ০৮.০৯.২০২২** | লোন অ্যাকাউন্ট নং ******৭২৬০ -এর অধীনে ২৮.০২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **১৯,৩৯,২১৪.০১ টাকা।** | ১৮,৮০,০০০/- টাকা |
| **১) মেসার্স এমবি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কর্পোরেশন** কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফেজ-২, টি-১৬, পার্ট-৪বিডি, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫ **২) শ্রীমতী মামনি ইন্দ্র ওরফে মামনি ঘোষ** মেসার্স এমবি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কর্পোরেশনের প্রোপ্রাইটর, স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্র **৩) শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্র** পিতা- নারায়ণ চন্দ্র ইন্দ্র। ২ ও ৩ নম্বর প্রাপক উভয়েই বসবাস করেন- লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-১ ও বি-২, ২ ফ্লোর, ব্লক নং 'বি', থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫। | **সম্পত্তি নং ১ প্রথম তপশিল এর বিবরণ জমির যেখানের বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত (ভাড়া মুক্ত) জমি পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ১ ছটাক ৫ বর্গফুট, অবস্থিত কল্যাণী , জেলা নদিয়া, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং বি, কল্যাণী শহরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নয়নকৃত অধিক্ষেত্র সাব ডিভিশন কল্যাণী, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস কল্যাণী, থানা কল্যাণী, জেলা নদিয়া, কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট এবং চৌহদ্দি : উত্তরে প্লট নং বি-১৫/১১। দক্ষিণে : প্লট নং বি-১৫/৯। পূর্বে : ৮০ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া রোড । **দ্বিতীয় তপশিলে বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি-১, ৩য় তলে, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি নির্মিত জি+৪ তলা ভবনে প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং বি, কল্যাণী টাউশিপে শহরে, সকলের ব্যবহারের সড়ক, সকলের চলাচলের পথ, গেট, পাথওয়ে, সকলের ব্যবহারের গ্যারাজ এবং সকলের ব্যবহারের স্থান, জেলা নদিয়া। উক্ত ফ্ল্যাটের স্পেসিফিকেশন ফ্ল্যাট নং বি-১, ৩য়তলে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০র বর্গফুট সম্পত্তি শ্রীমতি মামনি ঘোষ এবং শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্র এর নামে । **সম্পত্তি নং ২ প্রথম তপশিল সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত (ভাড়াহীন) জমির পরিমাপ ৫ কাঠা ১ ছটাক ৫ বর্গফুট অবস্থিত কল্যাণী , জেলা নদিয়া, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং বি এর, কল্যাণী টাউনশিপ শহরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নয়নকৃত সাব ডিভিশন কল্যাণী, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস-কল্যাণী , জেলা নদিয়া -কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট এর অধীন, এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং বি-১৫/১১। দক্ষিণে : প্লট নং বি-১৫/৯,। পূর্বে : ৮০ ফট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক। **দ্বিতীয় তপশিল বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংস্শ্লিষ্ট সকল অংশ বি-২, ৩য় তলে, পরিমাপ ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি নির্মিত জি-৪ তলা ভবনে, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং বি, কল্যাণী টাউনশিপ শহরে, সকলের ব্যবহারের সড়ক, চলাচলের পথ, গেট,পাথওয়ে, গ্যারাজ এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার ভোগদখলের অধিকার সহ, জেলা নদিয়া, স্পেসিফিকেশন উক্ত ফ্ল্যাটের বি-২, ৩য়তলে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গ ফুট । উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতি মামনি ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ ইন্দ্র এর নামে। | **ক) ৩০.০৩.২০২৫ খ) ২৩.০২.২০২৫** | ২১.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৪৩,৯৭,৬১৩.০০ টাকা** (এই পরিমাণে ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৩১.০১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৩,০৭, ১৩৮.০০ টাকা (এই পরিমাণে ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৪৫ লক্ষ টাকা ১৫ লক্ষ টাকা |

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প জারিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা, ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচসহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন। অন্যথায়, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর বিধান অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তির ৬০ দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ (১৩) ধারা অনুযায়ী, উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত নোটিশ প্রাপ্তির পর কোনো ঋণগ্রহীতা পাওনাদার ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত নোটিশে উল্লিখিত তাঁর কোনো বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

**বন্ধকি সম্পত্তি খালাস করার জন্য ঋণগ্রহীতারা কতটুকু সময় পাবেন, সেই বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি 'সারফেইসি অ্যাক্ট', ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

তারিখ: ২১.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

# প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর



**মথুরা, ২০ মার্চ:** রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ সন্ত প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি শ্রীহিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে পৌঁছন, সেখানে তিনি প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। রাষ্ট্রপতির এই সফরকে কেন্দ্র করে পুরো মথুরা-বৃন্দাবন এলাকায় নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি সকাল প্রায় ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আশ্রমে পৌঁছন।

প্রেমানন্দ মহারাজ রাষ্ট্রপতিকে ব্রজের মহিমা এবং সেবা ভাবনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই আধ্যাত্মিক মিলন কেবল ব্রজবাসী নয়, বরং সারাদেশের ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আশ্রমে পৌঁছলে প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য ও অনুগামীরা রাষ্ট্রপতিকে ভব্য ও প্রথাগত স্বাগত জানান। এরপর রাষ্ট্রপতি মুর্মু এবং পূজ্য মহারাজের মধ্যে কথোপকথন হয়।

এই সাক্ষাতের সময় মূলত আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থ সেবা এবং জনকল্যাণের মতো গভীর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিম করোলি বাবার স্মারকও পরিদর্শন করবেন। সন্ধ্যায় তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে একটি নতুন অঙ্কোলজি ব্লকের উদ্বোধন করবেন। নিজের এই সফরের সময় রাষ্ট্রপতি সাধ্বী ঋতাম্ভরা দ্বারা স্থাপিত সংস্থা বাৎসল্য গ্রামও পরিদর্শন করবেন। তাঁর এই সফর ২১ মার্চ গোবর্ধনের দনঘাটি মন্দিরে প্রার্থনার মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে তিনি সাত মাইলের ঐতিহ্যবাহী গোবর্ধন পরিক্রমা করবেন।

রাষ্ট্রপতির মথুরা ও বৃন্দাবন সফরকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসন নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করেছে। জেলাশাসক চন্দ্র প্রকাশ সিং নিরাপত্তা জনিত কারণ এবং জঙ্গি সংগঠনের সম্ভাব্য হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে পুরো জেলাকে ‘নো-ফ্লাই জোন’ ঘোষণা করেছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা নির্দেশ অনুসারে, মথুরা জেলার সীমানায় এই নিষেধাজ্ঞা ১৯ মার্চ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ২১ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়ে জেলায় ড্রোন, ঘুড়ি বা যে কোনও ধরনের বেলুন ওড়ানোর ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

# ধর্ষণে অভিযুক্ত জ্যোতিষীর সঙ্গে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের ছবিতে বিতর্ক

**মুম্বই, ২০ মার্চ:** মহারাষ্ট্রের নাসিকে ধর্ষণে অভিযুক্ত অশোক খারাত নামের এক জ্যোতিষীর সঙ্গে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক। অশোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জ্যোতিষচর্চার অন্তরালেই তন্ত্রের ফাঁদে ফেলে একের পর এক মহিলাকে ধর্ষণের। এবার সেই অভিযুক্তের সঙ্গে রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন মাত্রা পেল বিতর্ক। নানা ছবি, ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে তাঁদের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে। এমনকী কোনও ছবিতে রূপার ছাতা ধরা রয়েছে অভিযুক্তের মাথাতেও। দাবি উঠেছে পদত্যাগ করুন কমিশনের চেয়ারপার্সন রূপালি চাকাঙ্কার। মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদমের দাবি, রূপালি অশোকের ট্রাস্টের সদস্য। এই দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, আসলে এই দু’টি বিষয় ভিন্ন। যৌন নির্যাতনের বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন এবং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে। ট্রাস্টি হিসেবে তাঁর ভূমিকার ক্ষেত্রে যদি কোনও বেআইনি কার্যকলাপ থাকে, তবে সেটিও খতিয়ে দেখা হবে। তবে কেবল রূপাই নয়, বহু খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও নামী ব্যক্তিত্বরাই অশোকের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের বাড়িতে যেতেন। সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদমের দাবি, রূপালি অশোকের ট্রাস্টের সদস্য। এই দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। পুলিশের দাবি, ৬৭ বছরের অশোক নিজেকে অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা অফিসার বলে দাবি করতেন। তাই নিজেকে পরিচয় দিতেন ‘ক্যাপ্টেন’ হিসেবে। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে মহিলাদের তিনি নিজের অফিসে ডেকে আনতেন। তারপর সম্ভবত তাদের কোনও মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করতেন বলেই অভিযোগ। পাশাপাশি সবটাই রেকর্ড হয়ে যেত ঘরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায়। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে একটি পেন ড্রাইভ পেয়েছে। তার ভিতরে নাকি ৫৮ জন মহিলার সঙ্গে জ্যোতিষী বাবাজির ‘অপকীর্তি’ ধরা পড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আগে থেকেই নাসিকে অশোকের ফার্মহাউসে ফাঁদ পেতেছিলেন তদন্তকারীরা। তাঁদের লক্ষ্যই ছিল হাতেনাতে ওই জ্যোতিষীকে ধরা। রাতের অন্ধকারে আচমকাই শোনা যায় ‘চোর, চোর’ চিৎকার। আসলে সেটা ছিল পুলিশদেরই ‘ফাঁদ’। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বিস্তারিত তথ্য হাতে পেতে চাইছে পুলিশ।

## উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি ও তুষারপাত, বাড়ল শীত, কমলা সতর্কতা জারি



**দেরাদুন, ২০ মার্চ:** উত্তরাখণ্ডে গত বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাত এবং সমতল জেলাগুলিতে টানা বৃষ্টির ফলে রাজ্যজুড়ে শীতের তীব্রতা বেড়েছে।

শুক্রবার আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দেহরাদুন, উত্তরকাশী, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, বাগেশ্বর ও পিথোরাগড় জেলায় এদিনও কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যেখানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের মতো উচ্চ পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের কারণে তীব্র ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। উপরের অঞ্চলে তুষারপাত এবং নিচের এলাকায় বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এদিকে, আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ফলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া ও শীতের প্রভাব বজায় থাকতে পারে।

## পরপর দু’বার ভূকম্পন সিকিমে, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

**গ্যাংটক, ২০ মার্চ:** পর পর দু’বার কেঁপে উঠল সিকিমের মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টে ২৬ মিনিটে সিকিমের মঙ্গনে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরে ৩.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। অন্যটি এদিন ভোর ৪টে ৩৭ মিনিটে হয়উ গ্যাংটকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৭। এই কম্পনের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে এর জেরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে অনেকের মনে।

# মমতা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবেন: ওমর আবদুল্লা



**শ্রীনগর, ২০ মার্চ:** নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ‘দ্বৈরথে’ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। রাজ্যের প্রায় ৫০ জনের বেশি আধিকারিককে কমিশনের বদলির প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই নিয়ে সমাজ মাধ্যমেও লিখেছিলেন মমতা। মমতার সেই পোস্ট শেয়ার করে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শুক্রবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘এই ব্যাপক বদলি শুধুমাত্র অবিজেপি-শাসিত রাজ্য বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেই ঘটে। কিন্তু তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে, পশ্চিমবঙ্গ আবারও প্রমাণ করবে, যা আমি বরাবরই সত্যি বলে বিশ্বাস করে এসেছি সরকারি আধিকারিকেরা নয়, রাজনৈতিক দলের নেতারাই দলকে নির্বাচনে জেতানোর কারিগর। নির্বাচন কমিশনের কোনও চেষ্টাই ফলাফল বদলাতে পারবে না। ভোট গণনার দিনে মমতা দিদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই জিতবেন।’

## ময়দান

# দিল্লি হাইকোর্টে মামলা ভারতীয় কোচের !

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিজের পরিচয় অপব্যবহার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ভুয়ো ভিডিও তৈরির অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হলেন গৌতম গম্ভীর। তিনি দিল্লি হাইকোর্টে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করে নিজের ব্যক্তিত্বগত অধিকার রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি, আড়াই কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন এবং তাঁর নাম-পরিচয় ব্যবহার করে তৈরি সমস্ত ভুয়ো ছবি ও ভিডিও অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি তাঁর নাম, মুখ ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে একাধিক ভুয়ো ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তাঁর মুখের অবয়ব বদলে দেওয়া হচ্ছে, গলার স্বর নকল করা হচ্ছে এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। এতে তাঁর ভাবমূর্তি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনই সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে গম্ভীর উল্লেখ করেছেন, কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর পরিচয়কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ভুয়ো তথ্য ছড়ানো এবং ব্যক্তিগত লাভ করা। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, বিষয়টি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতির নয়, বরং এই নতুন প্রযুক্তির যুগে প্রত্যেক মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়িত।

এই মামলায় আরও জানানো হয়েছে, গত বছরের শেষ দিক থেকে এই ধরনের ভুয়ো ভিডিওর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব এবং ফেসবুকের মতো বিভিন্ন মাধ্যমে এগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। গম্ভীরের আইনজীবীর দাবি, এই প্রবণতা উদ্বেগজনক এবং দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

মামলায় বেশ কয়েকটি ভুয়ো ভিডিওর উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে। একটি ভিডিওতে তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেখানো হয়েছে, যা লক্ষাধিক মানুষ দেখেছেন। অন্য একটি ভিডিওতে সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে তাঁর মন্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করেছে।

এই ঘটনায় মোট যোলো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গম্ভীর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে তাঁর পরিচয় ব্যবহার করে আর কোনও ভুয়ো ভিডিও বা ছবি তৈরি করা না যায়। পাশাপাশি, মামলার শুনানি না-হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের সব বিষয়বস্তু অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা এবং নতুন করে ছড়ানো বন্ধ করার জন্য জরুরি নির্দেশ চেয়েছেন তিনি।

সব মিলিয়ে, এই পদক্ষেপ শুধু নিজের অধিকার রক্ষার জন্য নয়, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

## নাইট শিবিরে ফিরছেন নারিন, ফিট হচ্ছেন পাথিরানা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আইপিএল শুরুর আগে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। একদিকে যেমন বিদেশি ক্রিকেটারদের যোগদান নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা প্রায় মিটে গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই চোট সারিয়ে দ্রুত ছন্দে ফিরছেন শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাথিশা পাথিরানা। এই দুই খবরে অনেকটাই চাপমুক্ত দলের কোচিং স্টাফ ও ম্যানেজমেন্ট।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার জায়গা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের নিয়ে। তবে এখন জানা যাচ্ছে, সুনীল নারিন ২৩ মার্চ কলকাতায় পৌঁছবেন। তার পরের দিন, অর্থাৎ ২৪ মার্চ শহরে আসবেন রভম্যান পাওয়েল এবং আন্দ্রে রাসেল। ফলে প্রথম ম্যাচে তাঁদের পাওয়া নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, তা কার্যত দূর হয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে কিছুটা জটিলতা তৈরি হলেও, এখন আর বড় কোনও বাধা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। পেস আক্রমণ নিয়েও ইতিবাচক খবর পেয়েছে দল।

## মুম্বইয়ের স্টেইন গানে রক্তাক্ত বাগান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঘরের মাঠ যুবভারতীতে মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। মুম্বই মানেই শক্ত গাঁট মোহনবাগানের, এই ধারা বদলাতে পারলেন না প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি কোচ সের্জিও লোবেরাও। এই ম্যাচের আগে বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিন পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থাকাই লক্ষ্য তাদের। তবে শুক্রবারের যুবভারতীতে প্রায় ২৭ হাজার সবুজ-মেরুন সমর্থককে চুপ করিয়ে দিল আইসল্যান্ডরা। নওফলের গোলে ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারাল মুম্বই সিটি এফসি। গোল করে স্টেইন গান সেলিব্রেশন করে গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দিলেন তিনি। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে মুম্বই কোচ পিটার ক্র্যাটকি বলেছিলেন, মোহনবাগানকে হারানো কঠিন তবে অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখাল তার দল। মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচ মানেই ডার্বির মতো উত্তেজনা।

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার**

**টেন্ডার নোটিস নং জিইএম/২০২৬/বি/৭৩৫৪৪৮৭ তারিখ ১৯.০৩.২০২৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** দুই বছরের মেয়াদের জন্য এসএসইই/সাউথ/খড়গপুরের অধীনে ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে ০২ টন সামগ্রী বহন ক্ষমতার একটি বাণিজ্যিক পিক আপ করার গাড়ি (ট্রাক) ভাড়া নেওয়ার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১১,৫২,৮৯১.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৩,০৫৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৪.২০২৬। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ০৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.gem.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1332)**

**SBI হোম লোন সেন্টার বেহালা**
জীবনতারা বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ইমেল: sbi.17899@sbi.co.in

**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৯.১১.২০২৫ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী রুদ্র প্রসাদ সেন এবং শ্রীমতী শর্মিলা সেন**, ফ্ল্যাট নং-৬, ৩য় ফ্লোর, প্রিমিসেস নং-৪৩/৬/১৬, ঝিল রোড, থানা- কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৩১-কে বকেয়া **১৬,১৬,৭২৭/- টাকা (যোলো লক্ষ যোলো হাজার সাতশত সাতাশ টাকা মাত্র) ১৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি ১৭.১১.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৬,১৬,৭২৭/- টাকা (যোলো লক্ষ যোলো হাজার সাতশত সাতাশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৭.১১.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, ইত্যাদি সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
**ঋণগ্রহীতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী রুদ্র প্রসাদ সেন এবং শ্রীমতী শর্মিলা সেন।**
কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত এবং এ.ডি.এস.আর. শিয়ালদহ অফিসের অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কসবা থানার অন্তর্ভুক্ত ডাকঘর- ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১; ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল রোডে অবস্থিত কে.এম.সি. প্রিমিসেস নং এ/৪৩/৬/১৬/৬ (মেইলিং ঠিকানা ৪৩/৬/১৬, ঝিল রোড), অ্যাসেসি নং ২৪০৯২১৩০০৩৭২-এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এই সম্পত্তিটি হলো ভবনের তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রায় ২৩ বছরের পুরনো একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬। ফ্ল্যাটটি প্রায় ৫৭৫ বর্গফুট বিল্ট-আপ এরিয়া বা সমতুল্য ৬৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট, যাতে রয়েছে ২ (দুই) টি শয়নকক্ষ, ১ (এক) টি ড্রয়িং স্পেস, ১ (এক) টি লবি, ১ (এক) টি টয়লেট, ১ (এক) টি বারান্দা এবং তৎসহ সমস্ত ফিটিংস, ফিক্সচার ও সরঞ্জামাদি। এর সাথে ভবনের নিম্নস্থ ভূমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ যাতায়াতের পথ, প্রবেশপথ, সংলগ্ন খোলা ছাদ, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ ও উপরিভাগের জলাধার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, পাম্প, মোটর ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবহারের অধিকার।
উক্ত সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এ.ডি.এস.আর. শিয়ালদহ অফিসে ২০২০ সালের আই নম্বর বইয়ের ১৬০৬-২০২০ নম্বর ভলিউমে ৪৫৭১৪ থেকে ৪৫৭৬১ নম্বর **পৃষ্ঠায় ১৬০৬০১১০০** নম্বর দলিল হিসেবে নিবন্ধিত।

**তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬**
**স্থান : কলকাতা**
**অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (Bank of India BOI, Relationship beyond Banking)
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন - ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

**পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,-এর সমুদয় বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত।

| শাখা/অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | জামিনদত্ত ঋণ/পরিমাণ বকেয়া | দাবি নোটিশের তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ |
|---|---|---|---|
| **শাখা : ঘুসুরি** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতী লাখী চৌধুরি** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০২, পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ৫৭২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৫মতলে, বহুতল ভবনে অবস্থিত মৌজা - মালিপাঁচঘড়া, সিট নং ১৮, জেএল নং ০১, এলআর দাগ নং ৪২ এবং ৪৭, এলআর খতিয়ান নং ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, হোল্ডিং নং ১৮৪-১৮৫-১৮৬ নস্কর পাড়া রোড, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ০৩ অধীন, জেলা হাওড়া, পিন : ৭০০১০৬, সালকিয়া, থানা : মালিপাঁচঘড়া, সম্পত্তি শ্রীমতি লক্ষী চৌধুরী স্বামী শ্রী অজিত চৌধুরী এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০৫১৩১০৮৬৬-২০২৩ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর হাওড়া, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের চাতাল ব্যবহারের অধিকার সহ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** নস্করপাড়া রোড, **দক্ষিণে :** হোল্ডিং নং ১৯/১/৪ নবীন ঘোষ লেন, **পূর্বে :** হোল্ডিং নং ১৮৭/১ নস্কর পাড়া রোড। **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ১৮৪ নস্কর পাড়া রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** নস্কর পাড়া রোড। **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৩ এবং লবি। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৪০১। **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৩। | **১৭,২৫,২০১.৮৫ টাকা পরবর্তী সুদ সহ** | **দাবি নোটিশের তারিখ** ০৫.১২.২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ** ২০.০৩.২০২৬ |

**তারিখ : ২০.০৩.২০২৬**
**স্থান : ঘুসুরি**
**স্বা/ চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন**

**বর্ধমান জোনাল অফিস** (বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI, Relationship beyond banking)
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮.১২.২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী মৌ সিনহা, মেসার্স দ্য কোয়েস্ট ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক-এর** স্বত্বাধিকারী -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৬৮,৬৭১.৫০ টাকা (তেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত একাত্তর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৯ শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৩,৬৮,৬৭১.৫০ টাকা (তেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত একাত্তর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রাজবন্ধ এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
**ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**মেসার্স দ্য কোয়েস্ট ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক,** স্বত্বাধিকারী - মৌ সিনহা এর নামে নথিভুক্ত এবং দুর্গাপুর-৭১৩২০৬-এর অন্তর্গত নিউ টাউনশিপ, স্টিল পার্ক মোড়, প্লট নং-১১৮৮, **প্রিমিসেস নং-৫০৯২১১১১১**-এ অবস্থিত ও স্থাপিত সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

| পণ্যের বিবরণ | পরিমাণ | প্রস্তুতের বছর | মডেল / বিক্রেতা |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয় কেমিলুমিনেসেন্স ইমিউনোঅ্যাসে অ্যানালাইজার, স্টার্ট আপ কিটস, ইআর .১৮১এস মাইক্রোপ্লেট রিডার এবং অন্যান্য মানক সরঞ্জামাদি। | ১ | ২০২৪ | জে. মিত্র অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ |

**তারিখ: ১৯.০৩.২০২৬**
**স্থান : রাজবন্ধ**
**অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

**SBI আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি বর্ধমান**
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান- ৭১৩১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেইল sbi.10264@sbi.co.in

**গাড়ির নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : সোমা পাল, ই-মেইল আইডি Sbi.10264@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭২৩৫২৬

এতদ্বারা সর্বসাধারণের এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে বন্ধককৃত নিম্নোক্ত যানবাহনটি **২৪.০৩.২০২৬ তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, “যেমন অবস্থায় আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত”** যদি থাকে দায়সহ বিক্রি করা হবে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতা ও অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত | ভেহিকেলের বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতার নাম : কৃষ্ণ কুমার শাউ** **লোন এ/সি নং : ৪৩৫৯৫৯০৩০৭২** **বকেয়া : ১০.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৯,৬৫,০৬১.০০ টাকা, সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ সহ** | **মডেল :** টয়োটা গ্লানজা জি পেট্রোল (এমটি) **মেক :** টয়োটা কির্লোস্কার মোটর প্রা. লি. **ভেহিকেল নং :** WB 17B 3147 **ইঞ্জিন নং :** K12NP4512662 **চেসিস নং :** MBHJWC13SRG805688 **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ :** ১০.১২.২০২৪ **সংরক্ষিত মূল্য : ৩,৮৫,৬৭৪.০০ টাকা** **বায়না জমা (ইএমডি) : ৩৮,৫৬৭.০০ টাকা** **ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০০.০০ টাকা** |

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত)**
পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন-৮০০১১৫২৬৬৪ (ম্যানেজার এনপিএ)/৯৩৩৩৯২৮১৮০ (আরএ- কুমার অ্যাসোসিয়েট)
১) আগ্রহী দরদাতাদের অংশগ্রহণের পূর্বে যানবাহন(গুলি) পরিদর্শন করে এর বিবরণ, গুণমান এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে, কারণ সফল নিলামের পরে কোনো প্রকার অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।
২) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডেলিভারির এক মাসের মধ্যে নিজ খরচে যানবাহনটি নিজের নামে হস্তান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য কর ও জিএসটি প্রযোজ্য হবে এবং তা ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৩) ডেলিভারির পর একটি ক্ষতিপূরণ বন্ডে স্বাক্ষর করে যানবাহনটি নিজের নামে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
৪) এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/তার আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের জন্যও প্রকাশিত হয়েছে যাতে তারা ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টার মধ্যে সুদ খরচ ও অন্যান্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করেন।
৫) নিলামের দরপত্র **২৪.০৩.২০২৬ তারিখে বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান, ৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, পিন-৭১৩১০১, যোগাযোগ নম্বর ৮০০১১৫২৬৬৪-এ খোলা হবে।**
৬) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত **“এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান”-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাংকার্স চেকের মাধ্যমে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে ঘটনাস্থলে জমা দিতে হবে।** কোনো নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদেরকে ঘটনাস্থলে “বিড আবেদনপত্র”-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পরিচয়পত্রের পর্যাপ্ত ফটোকপি সঙ্গে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল দরদাতাদেরকে সম্পূর্ণ ‘দরপত্রের’ অর্থ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে ‘সেল সার্টিফিকেট’ ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্ট আকারের ছবি সঙ্গে আনার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৭) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে প্রদত্ত দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
৮) নিলাম শেষ হওয়ার পর, ব্যাংক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিত ভাবে তা জানানো হবে।
৯) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে, বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে, বায়না জমা (ইএমডি) বাদ দিয়ে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। রোড ট্যাক্স, বীমা ইত্যাদির মতো যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০) ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১১) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা দরদাতার দায়িত্ব। নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। **এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান** বা অন্যান্য এসবিআই শাখা/অফিসার কোনোভাবেই দরদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য দায়ী নয়।

**তারিখ : ২১.০৩.২০২৬**
**স্থান : পূর্ব বর্ধমান**
**অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক** ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

# একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

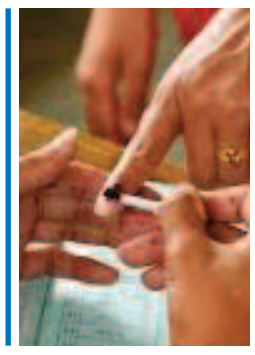



## স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব রানী রাসমণি

**শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়**

রানী রাসমণি, জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হালিশহরে। হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রী বৃন্দাবন দাস। আবার সাধক রামপ্রসাদের সাধন ক্ষেত্রও ছিল এই হালিশহর। একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের রানী রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কলকাতার যান-বাজারের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ইতি রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র রাজ চন্দ্রের সঙ্গে। রাজচন্দ্রের পিতা প্রীতি রাম দাস গঙ্গা তীরে ভ্রমণ কালে, রানী রাসমণিকে দেখেন তখনই তার পছন্দ হয় রানী রাসমণিকে। পরে রাসমনির সাথে রাজ চন্দের বিবাহ হয় ১২১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। বৈষয়িক বিষয়ে বিবাহ এরপর রাসমণি প্রথম পাট গ্রহন করেছিলেন তার শ্বশুরমশাই পিতিরামদাসের কাছে। একবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা রীতি রামদাস যখন অসুস্থ তার বিশাল বাড়িটি দখল করতে চেয়েছিল। এবং জোর করে অন্তরমহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ঢুকে পড়ছিল তারা প্রীতিরামের সাথে দেখা করবে। রানী রাসমণি যখন বলেন তার শশুর মশাই অসুস্থ তার সাথে কথা বলতে হবে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা জানায় কোন নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সাথে তারা কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। প্রত্যুত্তরে রানী রাসমণি জানান কোম্পানির কোন সাধারণ কর্মচারীর সাথে তিনিও কথা বলবেন না। বাড়িটি পেতে গেলে কোম্পানির উচ্চ পদস্থ আমলাদের আসতে হবে। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি রাসমনির তেজস্বীতা মর্যাদাবোধ। প্রীতিরামদাসও তার পুত্রবধূ রাসমনির ওপর বৈষয়িক ব্যাপারে খুবই ভরসা করতেন।

প্রীতিরামের যুক্তরাজ চন্দ্র ব্যবসায় প্রবেশ করেন এবং নিলামে আফিম কিনে বিক্রয় করা কলকাতা ও আশেপাশে প্রচুর জমি কেনা পুরনো বাড়ি কিনে সংস্কার করে বিক্রি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। বেলেঘাটা অঞ্চল এবং বর্তমান ব্যারাকপুর শহরে তিনি বিস্তীর্ণ জমি ক্রয় করেন। কলকাতা শহরে প্রচুর বাড়ি জমি পুকুর দোকান ঘর ও বস্তির মালিক ছিলেন রাজ চন্দ্র তার প্রতিটি পদক্ষেপে এই পাশে থাকতেন তার সার্থক সহধর্মিনী রাসমণি।

রাসমণি অবগুণ্ঠিত মহিলা ছিলেন না তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে শহরে ঘুরতেন বস্তিবাসীকে অর্থবস্ত খাদ্য সামগ্রী ওষুধ বিতরণ করতেন। বেলেঘাটা জমি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাদের বিবাদ বাদে রাজ চন্দ্র সেই জমিতে টোনার খাল কেটে ফুল তৈরি করে জমিও ভুলের অধিকার কোম্পানি কে হস্তান্তর করে দিলেন শর্ত রইল পারাপারের জন্য কোন খবর নেয়া যাবে না। সেখানকার মানুষের বহুদিনের কষ্ট দূর হলো। রাসমনির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল গঙ্গার ঘাট সংস্কার। গঙ্গাস্নান তৎকালীন হিন্দু সমাজের কাছে একটি পুণ্যের অঙ্গ। রাসমণি একবার গঙ্গাঘাটে গিয়ে দেখেন বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটের স্নান করা খুবই কষ্টকর। তার অনুরোধে তার স্বামী রাজ চন্দ্র সেই গানটি বাজিয়ে দিলেন আহিরীটোলার ঘাটটি বাঁধান হল। রাত চন্দ্র তার মাতার নামে ঘাটটির নামকরণ করেন। ঘাটটির নাম হল বাবু রাজেন্দ্র দাস ঘাট। পথটির নাম হলো বাবু রোড। বর্তমানে ঘাট্টি বাবুঘাট আর পথটি রাসমণি রোড নামে পরিচিত। এছাড়াও রাজ চন্দ্র হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দিয়েছিলেন দশটি দুস্থ মেধাবী ছাত্রের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৮২৯ সালে কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রাজ চন্দ্র। এইসব কাজে তিনি অনুপ্রেরণা পেতেন রাসমনির কাছ থেকে।

মাত্র ৪৩ বছর বয়সে রাজ চন্দ্র পরলোকগমন করেন। তখন রাসমনির বয়স ৩৩। পুরো সংসার সম্পত্তির দায়িত্ব রাসমনির কাঁধে এসে পড়ল। রানী রাসমণিকে নীল বিদ্রোহের জনক ও বলা যেতে পারে তার মকিমপুর পরগনার উর্বর জমিতে নীলকর সাহেব ডোনাল্ড সেখ ানকার প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য করছিলেন। খবর পেয়ে রানী রাসমণি ৫০ জন পাইক নিয়ে ডোনাল্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ডোনাল্ড আদালতে রাসমনির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু আদালত রাসমণির পক্ষ গ্রহণ করেনি। রাসমণি নীলকর বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে তার নাম স্মরণীয় করে রাখলেন পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও তার নামটি যুক্ত হয়।

একবার দুর্গাপূজোর সময় জানবাজার থেকে রানী রাসমনির আত্মীয় পরিজনরা নবপত্রিকায় স্নানের জন্য গঙ্গার দিকে যাত্রা শুরু করেন। ইংরেজ সেনাদের ব্যারাকের কাছে মিছিলটি গেলে। ইংলিশ সেনাবাহিনী সেই মিছিলটি আটকে দেয় কারণ তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। দাবি মিছিল বন্দনা করলে তারা গুলি চালাবে। রানী রাসমনির কাছে সংবাদ পৌঁছালো এবং তিনি বরকন্দাজবাহিনী নিয়ে এসে গোড়ার সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। ইংরেজ সৈন্যরা পিছু ঘটলো বাজনা বন্ধ হলো না দ্বিগুণ উৎসাহে মানুষ শোভাযাত্রা করতে করতে বাবুঘাটে চলল নবপত্রিকার স্নান করতে। এরপরে ইংরেজরা আদালতে যান আদালত অন্য কিছু শাস্তির রাসমণিকে দিতে পারল না। কেন জমির কাগজপত্র সবই রানী রাসমনির। শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ৫০ টাকা জরিমানা করা হলো রানী রাসমণি সে টাকা আদালতকে প্রদান করেন। এরপর ইংরেজ সৈন্যদের শাস্তি প্রদান করার উদ্দেশ্যে রানী রাসমণি জানবাজারের তার প্রাসাদ থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাসমনির অধিকারভুক্ত পথের দুপাশে খুঁটি পুতে বেড়া দিয়ে লোক চলাচল সরকারি যান চলাচল বন্ধ করে দিলেন। বিশিষ্ট ভারতীয় জনেরা কেউই রাসমণিকে বেড়া খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন না। ফলে কোম্পানি এসে ক্ষমা চাইলেন ৫০ টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন এবং বেড়াটি খুলে দিতে অনুরোধ করলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে রানী রাসমনির পাওয়ার জয় হল। লোক গায়ক গান বাধলেন--অষ্ট ঘোড়ার গাড়ি দৌড়ায় রানী রাসমণি/রাস্তা বন্ধ করতে পার্লেনা কোম্পানি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে রাসমণির আবার বিবাদ দেখা যায় গঙ্গায় মাছ ধরা কে নিয়ে। গরিব জেলে মাঝিরা ছোট ছোট ডিঙ্গি করে মাছ ধরত এবং জীবিকা নির্বাহ করত। ইংরেজরা তাদের ডিঙি বাজেয়াপ্ত করে। মাঝিরা রাসমনির কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা পরিবেশন করলো। রানী রাসমণি নগদ টাকার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অধিকারভুক্ত জমি পুকুর গুলির নদী ইজারা দিচ্ছিল সেটি জানতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নগদ ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার যে অংশ তার যারা রাসমণিকে দিয়ে দিল। এবং রানী রাসমণি ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার এপার থেকে ওপার লোহার খুঁটি বসিয়ে লোহার শিকল বেঁধে দিলেন। এবং জেলেদের বলে দিলেন এই অংশে তারা ইচ্ছামতো মাছ ধরতে পারবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রানী রাসমণিকে তলব করলেন। রাসমণি জানালেন এই অংশ টুকু তার ইজারাভুক্ত। তাই তিনি এই কাজ করেছেন। কোম্পানি তখন রাজবনির সাথে আলোচনায় বসলো এবং রাসমণিকে অনুরোধ করলো, ইজারা সত্ত্ব ছেড়ে দিক। বিনিময় দশ হাজার টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। রাসমণি তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কে জানালেন জেলেদের নির্বিঘ্নে এখ ানে মাছ ধরতে দিতে হবে কোনরকম জলকর আদায় করা যাবে না। কোম্পানি মেনে নিল। চারিদিকে গরিব দুঃখী মানুষ রাসমনির নামে জয়ধ্বনি দিল। লোক গায়ক যে গান রচনা করলেন তা হলো--ধন্য রানী রাসমণি রমনীর মণি/বাঙালায় ভালো যশ রাখিলে আপনি/দিনের দুঃখ দেখে কাঁদিলা আপনি/দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্য বাঁচালে প্রাণী/সেজোস রাখিলে তুমি হইয়ে রমনী/ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইলো দিবস রজনী।

আর একবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে রানী রাসমনির বিরোধ বাধে। বিরোধের কারণ হলো রাসমনির প্রাসাদের সামনে এক পথচারীকে গোড়ার সৈনিকরা নির্মমভাবে প্রহার করে রাসমণির দারোয়ানরা তার প্রতিবাদ করে গোড়ায় সৈন্যরা আহত হয়ে সেনা ছাউনিতে ফিরে যায়। এরপরে গোরা সৈন্যরা এসে রানী রাসমনির প্রাসাদ আক্রমণ করে। কিন্তু রাসমনির ব্যক্তিত্ব এমন ছিল তাকে কেউ কিছু করতে পারেনি। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন ক্ষ্ম তিনি দুর্বল হলেন না কাতর হলেন না মন্দিরের দারের কপাট একটি খোলা রেখে অপরটি বন্ধ করলেন হাতে রাখলেন খোলা তরবারি রুদ্র তে যে তার আরেকটি উন্নয়ন থেকে আগুন ঝরতে লাগল তার সামনে এসে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কারক্ষ্মপরে এই গোরা সৈন্যদের আক্রমণে প্রাসাদের ক্ষতিপূরণের তালিকা সমেত ইংরেজ সৈন্য ব্যারাকের পদস্থ কর্তাদের কাছে লিখিতভাবে পাঠানো হলো। কালীপ্রসন্ন সিংহ রানী রাসমনির প্রাসাদে এসে দেখা করে যান। অবশেষে রাসমণি সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন এবং সরকার ১২ জন গোরা সৈন্যবাহিনী তাঁর প্রাসাদ সুরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছিল।

রানী রাসমনির আরেকটি কৃতিত্ব হল দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা। অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য রানী রাসমনির মন ব্যাকুল হয়। কাশি যার তার জন্য ২৫ টি নৌকা পাইক ইত্যাদি নিয়ে তার প্রস্তুতি শুরু হয়। কিন্তু যাবার আগের দিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন মা অন্নপূর্ণা তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন। তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৪২ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করেন। ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণ করেন। তৎকালীন সময়ের হিসাবে প্রতিষ্ঠা উৎসবে খরচ করা হয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়েছিল ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২২ জৈষ্ঠ্য। নবদ্বীপে একবার চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গা তীরে ব্রাহ্মণদের চার হাজার টাকা ও ৫০০ টি বনাত দান করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ৫০ ঢাকা ও একটি করে বনাত দান করেন। রানী রাসমনি তীর্থ দর্শনের অর্থ ছিল জনমানুষের সেবা করা। তালতলা অঞ্চলের কোন জলের ব্যবস্থা না থাকার জন্য ওখানকার জনগণের খুব কষ্ট হতো। এই কথা রানী রাসমণি জানতে পারার পর তিনি নিজে ২৫০০ টাকা প্রদান করেন। যে সমস্ত পূজা বা অনুষ্ঠান হতো সমস্ত ক্ষেত্রেই রাণী রাসমণি দেশীয় কারিগরদের, দেশীয় শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লোকসংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। যেমন ভারতের বিখ্যাত শিল্পী জোয়াল প্রসাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত তার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবেশিত হত। তেমনি তৎকালীন বিখ্যাত টপ্পা গায়ক নিধুবাবু, শ্রীদাম সুবল গোবিন্দ অধিকারীর পালা গানকেও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রাসমণি তৎকালীন অর্থ মূল্য ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় দিনাজপুর জেলার লালবাড়ি কোঙরপুর ও কান শেখা পরগনা তিনটি ক্রয় করেন। এবং এই পরগনাগুলি থেকে যা আয় হবে তা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা রাসমণিকে বিশ্ব বিখ্যাত করে। এই মন্দিরই হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি। মন্দিরটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা, যারা একসময় রাসমনির কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। তারা বিরোধিতা করতে শুরু করলো, একমাত্র হুগলির কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রাসমনির পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি ছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের দাদা। রামকৃষ্ণের কণ্ঠে গাওয়া গান রাসমনির খুবই ভালো লাগতো। একবার রামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রানী রাসমণি তাঁর কর্মচারী মথুরামোহনকে রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের উন্নতির দায়িত্ব প্রদান করেন। এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এই গদাধর হয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ। আর রামকৃষ্ণ উপহার দিলেন বিবেকানন্দকে। ১৮৬১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণেশ্বর মন্দির ট্রাস্ট এর দলিল সম্পূর্ণ করার পরের দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাকে নিয়ে রূপচাঁদ দাস গান বেধেছিলেন---অকুতোসাহস স্বর্ণময়ী রাসমণি/আছেন বহু দামি মানুষ জ্ঞানী শিরোমনি।

# সিং বাড়ির আধিপত্য বজায় রাখতে ভাটপাড়ায় অর্জুন-পুত্র পবন

**শুভাশিস বিশ্বাস**

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন-পুত্র পবন সিং। ২০১৯ সালে বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতে প্রথম বিধায়ক হয়েছিলেন অর্জুনপুত্র পবন। তার পরে জেতেন ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও। তিনিই ভাটপাড়ার বর্তমান বিধায়ক। পিতা অর্জুন বাম জমানা থেকে ভাটপাড়ায় জিততেন। তিনি ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যান। পদ্মশিবির তাঁকে প্রার্থী করে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে। ২০১৯ সালের রাজ্যে বিজেপির বিজেপির উত্থানের হাওয়ায় অর্জুন জিতে সাংসদ হন। তাঁর ছেড়ে আসা বিধানসভায় জিতে বিধায়ক হন পুত্র পবন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলের পবন কুমার সিং ৫৭,২৪৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তৃণমূলের জিতেন্দ্র শ (জিতু)। জয়ের ব্যবধান ছিল ১৩,৬৮৭ ভোট। এর আগে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তরফে অর্জুন সিং ৫৯,২৫৩ ভোট পেয়ে জয়ী হন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন সিপিআইএম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জিতেন্দ্র শ (জিতু)। এই নির্বাচনে প্রথম এবং দ্বিতীয়ের মধ্যে জয়ের ব্যবধান ছিল ২৮,৯৩৫ ভোট।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বঙ্গে এই ভাটপাড়ার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। পশ্চিমে হুগলি নদী এবং পূর্বে শিয়ালদা,কৃষ্ণনগর রেললাইন। পুরো অঞ্চলই সমতল এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকা। নদী যেমন এই এলাকার শিল্প ইতিহাস তৈরি করেছে, তেমনই গড়ে তুলেছে সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার নিজস্ব ছাপ। যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ উন্নত। শিয়ালদা,রানাঘাট লাইন ধরে সহজেই কলকাতা সহ আশেপাশের শহরে যাতায়াত সম্ভব। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বা বিটি রোড ভাটপাড়াকে সড়কপথেও ভালভাবে যুক্ত করে। জেলা সদর বারাসত এখান থেকে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে, আর কলকাতা মাত্র ২৫ কিমি। কাছাকাছি নৈহাটি (৫ কিমি), কাঁচরাপাড়া (৮ কিমি), হালিশহর (৬ কিমি)। নদীর ওপারে হুগলি জেলার চন্দননগর।

ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত ব্যারাকপুর সংসদীয় কেন্দ্রের একটি অংশ। ভাটপাড়া নামটি এসেছে স্থানীয় 'ভাট' শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ বা 'ভাঁট' গাছের বাহুল্যের কারণে। ১৪৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে এই স্থানের নাম ভাটপাড়া হিসাবেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৭শ শতকের শেষের দিকে সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর ভাটপাড়া গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে, ভাটপাড়ার সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজের মুখে এই স্থান'ভট্টপল্লী' নামে পরিচিতি লাভ করে। নৈহাটির লাগোয়া এই ভাটপাড়া ছিল সংস্কৃত পণ্ডিতদের চর্চার কেন্দ্র। টোলের সে সমস্ত পণ্ডিতকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিত ব্রিটিশেরা। লেখা হত পুঁথি। সংস্কৃত জানা পণ্ডিতদের ভিড়। শুধু সংস্কৃতই নয়, আইন, দর্শন, আয়ুর্বেদ চর্চাও হত। লোকে সে সময় ভট্টপল্লি বলত। পরে তা হয়ে যায় ভাটপাড়া। আবার ভাটপাড়া কালীপুজোর জন্যও বিখ্যাত। নৈহাটি অঞ্চলে একাধিক কালীপুজো হয়। এই প্রথাও প্রাচীন। শোনা যায়, একসময় মধু, গৌরী বেদের মতো বাংলার কুখ্যাত ডাকাতরা বড় বড় কালীপুজো করত ওই অঞ্চলে। সেখানে নরবলিরও চল ছিল।

ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতার পর পর্যন্ত ভাটপাড়া ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। বিশেষ করে পাটকল শিল্প এই অঞ্চলের জীবন ও অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল। কাজের খোঁজে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁদের থেকেই গড়ে ওঠে ভাটপাড়ার উল্লেখযোগ্য হিন্দিভাষী জনসমাজ। আজও এই জনসংখ্যাই বিজেপির সবচেয়ে শক্তিশালী ভোটভিত্তি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে পাটকলগুলির বেশিরভাগই বন্ধ। পুরনো শিল্পের জায়গায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট উৎপাদন ইউনিট ও ব্যবসা কেন্দ্র। অর্থনীতি আজ মূলত খুচরো ব্যবসা, পরিষেবা খাত ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ আমলেই ভাটপাড়া পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হয়ে ওঠে। এখনও একাধিক পাট কারখানা রয়েছে। আবার কিছু বন্ধও হয়ে গিয়েছে।

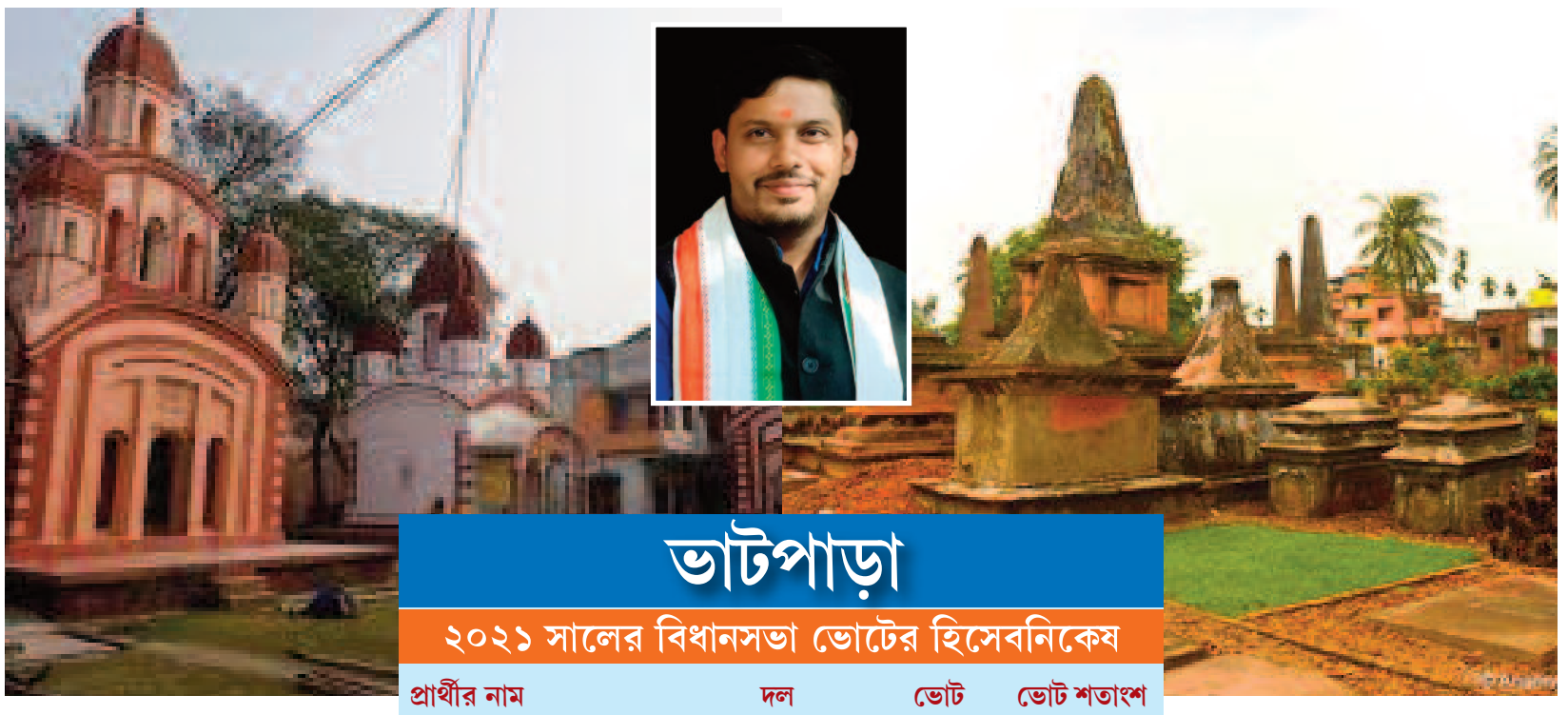



## ভাটপাড়া

### ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

| প্রার্থীর নাম | দল | ভোট | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| পবন কুমার সিং | বিজেপি | ৫৭,২৪৪ | ৫৩.৪০ % |
| জিতেন্দ্র শ (জিতু) | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩,৫৫৭ | ৪০.৬৩ % |
| ধর্মেন্দ্র শ | কংগ্রেস | ২,১৬৯ | ২.০২ % |
| কোনও দলকে নয় | নোটা | ১,১৬০ | ১.০৮ % |
| বিনোদ কিশোর ভার্মা | নির্দল | ৭৪৪ | ০.৬৯ % |

### ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেষ

| কেন্দ্র | ২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা |
|---|---|---|---|
| ভাটপাড়া | ১,৫৩,০০০ | ১,২৩,৬৪৩ | ১,২২,৯৬৫ |

### এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

তবে এখন এই সব কাহিনি চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়। তবে এটা মানতেই হবে ভাটপাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি অন্যতম নাম। উত্তর ২৪ পরগনার এই বিধানসভা কেন্দ্র তৈরি হয় ১৯৫১ সালে। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আওতায়। ভাটপাড়া পুরসভা বাংলার অন্যতম প্রাচীন পুরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম। একেবারে কলকাতা লাগোয়া। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আওতায় পড়ে। ভাটপাড়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটলে ২০১৯ সালের উপনির্বাচন সহ এখনও পর্যন্ত ১৮টি নির্বাচনের সাক্ষী ভাটপাড়া। এই কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর প্রথম ৫ দশক, কংগ্রেস ও বামেরা জিতেছে। দুই দলই ৬ বার করে জয়ী হয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে ভাটপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট শুরু হয়। ২০০১ ও ২০১৬-র মধ্যে ৪ বার জয়ী হন এলাকার শ্রমিকনেতা হিসেবে খ্যাত অর্জুন সিং। ২০১৯ সালে অর্জুন সিং তৃণমূল ছেড়ে বিজপি-তে যোগ দেন। বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করে ব্যারাকপুর লোকসভা আসনে নির্বাচনে তিনি জয়ী হন। অর্জুনের ছাড়া ভাটপাড়া বিধানসভার উপনির্বাচনে তাঁর ছেলে বিজেপি প্রার্থী পবন সিং তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী মদন মিত্রকে ২৩ হাজার ১০৪ ভোটে হারিয়ে দেন। এরপর ২০২১ সালেও পবন জিতে যান। তবে এটা মানতেই হবে যে ভাটপাড়ায় অর্জুন সিংয়ের হাত ধরেই মূলত বিজেপির এন্ট্রি বলা যেতে পারে। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে যেখানে এই কেন্দ্রে মাত্র ২ হাজার ৫১৫টি ভোটে লিড পেয়েছিল বিজেপি, ২০১৯ সালে লিড বেড়ে হয়ে যায় ২৯হাজার ৭০৭। ২০২৪ সালে আবার কমে যায়, ১৭ হাজার ৪৬৩ ভোট। যদিও ২০১৪ বা ২০২৪, দুটি নির্বাচনেই ব্যারাকপুর লোকসভায় জিততে পারেনি বিজেপি। পাশাপাশি এটা না বললে হয়তো অন্যায় হবে, ব্যারাকপুরের রাজনীতিতে অর্জুনের উত্থান বাম জমানায়।

এই বিধানসভায় জনসংখ্যার বিন্যাস দেখলে নজরে আসছে, ২০২১ সালে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে মোট নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন ১,৫৪,০৩৭ জন। এর মধ্যে ৮৩,৫৬২ জন পুরুষ এবং ৭০,৪৭০ জন মহিলা ভোটার ছিলেন। পাঁচজন ভোটার ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালের তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে, তখন ভোটার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬৪। হিন্দুদের সঙ্গে রয়েছেন ভালো সংখ্যায় রয়েছেন মুসলিম ভোটাররাও। এখানে মোট ভোটারের মধ্যে মুসলিম ভোটারের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় ২৩.৪০ শতাংশ। পাশাপাশি রয়েছে তফসিলি জাতির ভোট ৮.৮৪ শতাংশ এবং উপজাতির ভোট ১.১১ শতাংশ। ভোটদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে শহুরে একটি কেন্দ্র হিসেবে ভাটপাড়ার গ্রাফ বেশ নিম্নমুখিই। ভারতের অনেক শহুরে কেন্দ্রের মতোই, ভোটদানে অনীহা বাড়ছে প্রতি নির্বাচনে। ২০১৬ সালে ভোট পড়েছিল ৭৫.০২ শতাংশ, ২০১৯-এ তা কমে দাঁড়ায় ৭২.৯৯ এবং ২০২১-এ আরও কমে ৬৯.৫৮ শতাংশে নেমে আসে।

তবে ২০২৬-এর নির্বাচনে ভাটপাড়া থেকে কে আবার প্রার্থী করা হয়েছে পবনকে।

পবনপিতা অর্জুনকে বিজেপি প্রার্থী করেছে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে।

তা ছাড়া, বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটের বিষয়, ভোটারদের মানসিকতাও আলাদা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি ভাটপাড়ার দখল নেওয়ার জন্য লোকসভায় জিতে তাঁর সাংসদ তহবিলের ২ কোটি টাকা ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জন্য দিয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। শুধুমাত্র ভাটপাড়া পুর এলাকায় অপরাধ রুখতে ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছেন। হিংসায় দীর্ণ ভাটপাড়ায় উন্নয়নের মডেল খাড়া করতে চাইছে শাসকদল। সমান্তরাল ভাবে চলছে সাংগঠনিক প্রক্রিয়াও। তবে এতো সবের পরেও ভাটপাড়াও মোটেই সেফ সিট নয় শাসকদলের পক্ষে, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। কারণ, ২০২৬ সালে ভাটপাড়া কেন্দ্রে জিততে হলে, তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একটি প্রভাবশালী হিন্দিভাষী মুখ তৈরি করতে হবে। আর সেই লক্ষ্যে তৃণমূলের তরফ থেকে মনোনয়ন দেওয়াও হয়েছে অমিত গুপ্তাকে। তবে এর পরেও আরও একটা অস্বস্তির কারণ থেকেই যাচ্ছে শাসকদলের জন্য। আর তা হল, কংগ্রেস বা বামফ্রন্টের দিকে কোনও ভাবে মুসলিম ভোটের একটি অংশ সরে গেলে তা ২০২৬-এর নির্বাচনে নিঃসন্দেহে সমস্যায় ফেলবে জোড়াফুল শিবিরকে।